একবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা

কিছুলোক রয়েছে, যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই ত্রিবিধ যোগের সব কয়টির জন্যই অযোগ্য। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত, সকাম কর্মপ্রধান এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে জড় বাসনা পূর্ণ করা। এই অধ্যায়ে স্থান, কাল, দ্রব্য এবং কল্যাণজনক কার্য অনুসারে তাদের দোষ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

যাঁরা ভগবানের প্রতি জ্ঞান এবং ভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের আর জাগতিক ভাল বা মন্দ গুণ থাকে না। যে ব্যক্তি কর্ম পর্যায়ে থেকে জড়জীবনের নিবৃত্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাঁদের জন্য নিয়মিতভাবে, এবং বিশেষ সকাম কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা হচ্ছে ভাল এবং এইগুলি সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়াই খারাপ। যা কিছু পাপের প্রতিক্রিয়া খণ্ডন করে তাও তাঁর জন্য ভাল।

যে ব্যক্তি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে জ্ঞানের পর্যায়ে অবস্থিত এবং যিনি ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁদের জন্য সুষ্ঠুকার্য হচ্ছে যথাক্রমে জ্ঞান অনুশীলন এবং শ্রবণ কীর্তনাদির মাধ্যমে ভক্তিযোগ অনুশীলন। উভয়ের জন্যই তাঁদের কার্য সম্পাদনের প্রতিকূল সব কিছুই খারাপ। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ পারমার্থিক অগ্রগতির পাত্র নন, অথবা সিদ্ধ পুরুষ নন, বিশেষত যারা পারমার্থিক জীবনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, এবং যারা কাম বাসনা পূরণের জন্য সকাম কর্মের প্রতি অতিরিক্ত নিবেদিত প্রাণ, তাদের জন্য শুদ্ধি অশুদ্ধি মঙ্গল অমঙ্গলের অসংখ্য বিচার রয়েছে। সেগুলি নির্ধারিত হবে, দেহ, কার্যের স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, উচ্চারণের মন্ত্র এবং সেই বিশেষ কার্য অনুসারে।

প্রকৃতপক্ষে গুণ এবং দোষ আপেক্ষিক তা নয়, সেগুলি সেই ব্যক্তির অগ্রগতির বিশেষ পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল। নিজের স্তর অনুসারে উপরে বর্ণিত কোনও একটি পর্যায়ে নিবিষ্ট থাকাই ভাল, এবং বাকি সব কিছুই মন্দ। এটিই হচ্ছে গুণ এবং দোষের প্রাথমিক উপলব্ধি। এমনকি একই ধরনের দ্রব্যের মধ্যে ধর্ম-কর্ম, জাগতিক আদান-প্রদান, এবং নিজের জীবন নির্বাহের অনুসারে তাদের শুদ্ধতা অশুদ্ধতার বিভিন্ন বিচার রয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে এই পার্থক্যগুলি বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণাশ্রমের বিধান অনুসারে দৈহিক শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মতবাদের সাংকেতিক হিসাবও রয়েছে। কৃষ্ণমৃগের উপস্থিতি ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমেও স্থান, শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতার পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সময় অনুসারেও পার্থক্য

হয়ে থাকে, তা সময়কে নিয়েও হতে পারে আবার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক অনুসারেও হতে পারে। ভৌতিক বস্তুর সম্পর্কে শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতার পার্থক্য সেই বস্তুর শুদ্ধিকরণ এবং বাক্য, স্থান, দান, তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎ স্মরণের মাধ্যমেও নিরূপণ করা হয়। কর্তার কর্মের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা অনুসারেও পার্থক্য থাকে। সদ্‌গুরুর মুখপদ্ম থেকে মন্ত্রের জ্ঞান লাভ হলে তখন তাঁর মন্ত্র শুদ্ধ বলে মনে করা হয় এবং তা পরমেশ্বর ভগবানে অর্পণ করার মাধ্যমে তাঁর কর্ম শুদ্ধ হয়। স্থান, কালাদি ছয়টি বিষয় যদি শুদ্ধ হয়, তবে সেটিই ধর্ম, অথবা গুণ, অন্যথায় তা হচ্ছে অধর্ম বা দোষ।

সর্বোপরি গুণ এবং দোষের পার্থক্যের তেমন কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই, কেননা স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি অনুসারে তা পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগতিক প্রবণতাগুলি দমন করা। ধর্মের প্রকৃত নিয়মগুলি এমনই যে তা দুঃখ, বিভ্রান্তি এবং ভয় বিনাশ করে এবং সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান করে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে কর্ম সম্পাদন করা হয়, তা যথার্থ কল্যাণজনক নয়। বিভিন্ন ফলশ্রুতিতে প্রদত্ত সকাম কর্ম প্রসূত কল্যাণ লাভের যে বর্ণনা রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভের প্রতি রুচির অনুশীলন করানো। কিন্তু নিকৃষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পুষ্পিত ফলশ্রুতিকেই বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বলে মনে করে। এই মতবাদ কিন্তু বৈদিক সত্যের যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা কখনই গৃহীত হয় না। যে সমস্ত ব্যক্তির মন বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা প্রভাবিত, ভগবান শ্রীহরির বিষয়ে শ্রবণ করার তাদের কোনই আগ্রহ থাকে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, আদি পুরুষ ভগবান ব্যতীত বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কিছুই নেই। পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিই বেদসমূহ বিশেষভাবে আলোকপাত করে। এই জড় জগৎ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তি মাত্র, তাই জড় অবস্থানকে খণ্ডন করেই কেবল জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্ ।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যে**—যারা; **এতান্**—এই সমস্ত; **মৎ-পথঃ**—আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উপায়; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **জ্ঞান**—

বিশ্লেষণাত্মক দর্শন; ক্রিয়া—বিধিবদ্ধ কার্য; আত্মকান্—সমন্বিত; ক্ষুদ্রান্—নগণ্য; কামান্—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; চলৈঃ—ক্ষণভঙ্গুর; প্রাণৈঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; জুষন্তঃ—অনুশীলনকারী; সংসরন্তি—জড়জীবন যাপন করে; তে—তারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা, যেমন ভক্তিযোগ, বিশ্লেষণাত্মক দর্শন এবং নিয়মিতভাবে নিজ ধর্ম পালন—এই সবই ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই ব্রতী হয়, সে নিশ্চয় একাদিক্রমে জাগতিক জীবনচক্রে চলতে থাকবে।

তাৎপর্য

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং নিজ ধর্ম পালনেরও অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত বা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করা। ভগবৎ-মহিমা শ্রবণ কীর্তন ভিত্তিক ভক্তিযোগ বদ্ধজীবকে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করে, তাই এটিই হচ্ছে ভগবৎ প্রাপ্তির সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা। এই তিনটি পন্থারই সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। যে সমস্ত লোক জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন, ভগবৎ কৃপা লাভের জন্য উদ্দিষ্ট কোনও অনুমোদিত পন্থা গ্রহণ করে না, ভগবান এখন তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। বর্তমানে, লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য মানুষ প্রকৃত অর্থেই এই পর্যায়ে পড়ে; তাই এখানে বলা হয়েছে, তারা একাদিক্রমে এইরূপ বদ্ধ দশায় কষ্ট পায়।

শ্লোক ২

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥

স্বে স্বে—নিজ নিজ; অধিকারে—পদ; যা—এইরূপ; নিষ্ঠা—নিষ্ঠা; সঃ—এই; গুণঃ—পুণ্য; পরিকীর্তিতঃ—স্বীকৃত; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত; তু—বস্তুত; দোষঃ—দোষ; স্যাৎ—হয়; উভয়োঃ—উভয়ের; এষঃ—এই; নিশ্চয়ঃ—নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

অনুবাদ

নিজ অধিকারের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণতাই যথার্থ পুণ্য নামে খ্যাত। পক্ষান্তরে নিজ অধিকার থেকে বিচ্যুতিই হচ্ছে পাপ। এই দুটি বিষয় এই ভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সকাম বাসনারহিত কর্মের মাধ্যমে পারমার্থিক অগ্রগতির সূচনা হয়, তা ক্রমে উপলব্ধ পারমার্থিক জ্ঞানে অগ্রসর হয়,

এবং ভগবানের প্রতি প্রত্যক্ষ প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়াই হচ্ছে তার চূড়ান্ত পরিণতি। ভগবান এখানে গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে, স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত বদ্ধজীবের কৃষ্ণভাবনার পথে স্বাভাবিক অগ্রগতির জন্য তার অনুমোদিত কর্তব্যগুলি থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। নিম্নস্তরের মনুষ্য জীবনে মানুষ স্থূল জড় দেহের মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সমাজ বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ভিত্তিক সকাম জড় কর্ম সম্পাদন করার বাসনা করে। এইরূপ জড় কার্যকলাপ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যজ্ঞরূপে অর্পিত হয়, তখন তিনি কর্মযোগে অধিষ্ঠিত হন। নিয়মিত যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করেন, এবং পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন, সেই পর্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি হচ্ছেন জড় দেহ আর মন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিত্য চিন্ময় আত্মা। জড়বাদের ক্লেশ থেকে মুক্তি অনুভব করে তিনি তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, এইভাবে তিনি জ্ঞানযোগের স্তরে অধিষ্ঠিত হন। সেই ব্যক্তি পারমার্থিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তারপর তিনি দেখেন যে, পাপ এবং পুণ্য উভয় প্রকার কার্যের ফল প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবান থেকেই তিনি তাঁর বদ্ধজীবন এবং পারমার্থিক জ্ঞান উভয়ই লাভ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হয়ে, এবং নিজেকে ভগবানের নিত্য সেবক রূপে উপলব্ধি করে সেই ভক্তের আসক্তি তখন শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়। এইভাবে প্রথমে তিনি জড় দেহের প্রতি নিকৃষ্ট স্তরের আসক্তি বর্জন করে ক্রমে পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলনের প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করেন। তার ফলে তাঁর জড় জীবন থেকে অব্যাহতি লাভ হয়। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্বয়ং ভগবান হচ্ছেন আমাদের নিত্য প্রেমের আলয় এবং তখন তিনি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন।

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যিনি এখনও জড় দেহ এবং মনের প্রতি আসক্ত, তিনি কৃত্রিমভাবে কর্মযোগের কর্তব্যকর্মগুলি ত্যাগ করতে পারেন না। একই ভাবে, যে ব্যক্তি পারমার্থিক জীবনে নতুন, যিনি কেবলই জড় জীবনের মায়াকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, তিনি যেন কৃত্রিমভাবে প্রেমভক্তি স্তরের অনুকরণে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলা স্মরণ করার চেষ্টা না করেন। বরং, তাঁর উচিত জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান চর্চা করা, যাতে জড় দেহ আর মনের প্রতি আসক্তি বর্জন করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু স্থানে আমরা জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের বর্ণনা দেখতে পাই, আর তা বদ্ধ জীবকে

তার জড়ের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি থেকে মুক্তি প্রদান করে। যিনি ভগবৎ-প্রেমের যথার্থ পর্যায় লাভ করেছেন এবং জড় জগতের প্রতি সমস্ত প্রকার সূক্ষ্ম এবং স্থূল আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের নিরন্তর অতিক্রম করে সরাসরি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারেন।

নবম অধ্যায়ের ৪৫তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তুভয়বর্জিতঃ*। ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে আমাদের জড় গুণ এবং দোষ দর্শন করা উচিত নয়। বাস্তবে, এইরূপ জড় ধারণা বর্জন করে ভক্ত পুণ্যবান হতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যারা উৎসাহের সঙ্গে সকাম কর্ম সম্পাদন এবং মনোধর্ম চর্চায় রত তাদের সঙ্গ প্রভাবে নবীন ভক্তরা কখনও কখনও কলুষিত হয়ে পড়তে পারেন। এইরূপ ভক্তের ধর্মকর্ম জড় প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। তেমনই, শুদ্ধ ভক্তের উন্নত পদ লক্ষ্য করে কোন সাধারণ মানুষ নিজেকে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত মনে করে, কখনও কখনও বাহ্যিকভাবে অনুকরণ করেন। ভক্তিযোগের এই সমস্ত অসিদ্ধ অনুশীলনকারীগণ উপহাস এড়াতে পারেন না, কেননা তাঁদের সকাম কর্ম, মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং মিথ্যা সম্মানবোধ—এ সবই হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মধ্যে জাগতিক অনধিকার প্রবেশ মাত্র। যে শুদ্ধ ভক্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবৎ-সেবায় রত হয়েছেন, তাঁকে উপহাস করা যাবে না, কিন্তু যে ভক্তের ভক্তি জড় গুণমিশ্রিত, তাঁকে সংশোধন করা যেতে পারে, যাতে তিনি শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার স্তরে উপনীত হতে পারেন। নিরীহ ব্যক্তিরা, যাঁরা ঐকান্তিক ভক্তিযোগে রত নন তাঁরা তাঁদের মিশ্র ভক্তির দ্বারা যেন বিপথে চালিত না হন, যাঁরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত হতে অসমর্থ, তাঁরা যেন মায়া মনে করে তাঁদের নিত্য কৃত্যগুলি ত্যাগ না করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে পূর্ণমাত্রায় নিযুক্ত হতে অসমর্থ, তাঁর পক্ষে মায়া মনে করে গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা তার ফলে তাঁর অবৈধ যৌন সঙ্গের মাধ্যমে পতন ঘটতে পারে। যতক্ষণ না কেউ সরাসরি কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের স্তরে উপনীত হতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁকে জাগতিক পুণ্য এবং জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান অবশ্যই চর্চা করতে হবে।

শ্লোক ৩

শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু ।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ ।
ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ ॥ ৩ ॥

শুদ্ধি—শুদ্ধতা; **অশুদ্ধী**—এবং অশুদ্ধতা; **বিধীয়তে**—অবস্থিত; **সমানেষু**—সমপর্যায়ের; **অপি**—বস্তুত; **বস্তুষু**—বস্তুর মধ্যে; **দ্রব্যস্য**—বিশেষ দ্রব্যের; **বিচিকিৎসা**—মূল্যায়ন; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **গুণ-দোষৌ**—ভাল এবং খারাপ গুণাবলী; **শুভ-অশুভৌ**—শুভ এবং অশুভ; **ধর্ম-অর্থম্**—ধর্মকর্মের উদ্দেশ্যে; **ব্যবহার-অর্থম্**—সাধারণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে; **যাত্রা-অর্থম্**—শরীর নির্বাহের জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, জীবনে কোনটি যথার্থ, তা উপলব্ধি করতে প্রদত্ত সমান বস্তুর মধ্যেও মূল্যায়ন করতে হবে। এইভাবে ধর্মনীতি বিশ্লেষণে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার থাকবে। তেমনই, আমাদের সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা, এবং দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য শুভ অশুভ বিচার করতেই হবে।

তাৎপর্য

ধর্মকর্মে, সাধারণ ব্যবহারে এবং ব্যক্তিগত দেহযাত্রার ক্ষেত্রে আমরা মূল্য বিচার এড়িয়ে যেতে পারি না। সভ্য সমাজে আদর্শ এবং ধর্ম চিরকালই আবশ্যক; তাই, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা, পাপ-পুণ্য, আদর্শ ও আদর্শহীনতার মধ্যে পার্থক্য কোন না কোন ভাবে আমাদের নির্ধারণ করতেই হবে। তেমনই, আমাদের সাধারণ, জাগতিক কার্যকলাপে আমরা সুস্বাদু এবং বিস্বাদ খাদ্য, ভাল এবং মন্দ ব্যবসায়, উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর বাসস্থান, ভাল এবং মন্দ বন্ধু ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকি। আর আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য এবং দেহযাত্রার জন্য প্রতিনিয়ত নিরাপদ এবং বিপজ্জনক, স্বাস্থ্যবান এবং অসুস্থ, লাভজনক এবং অলাভজনক—এ সমস্ত ব্যাপারে পার্থক্য নিরূপণ করতেই হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিকেও প্রতিনিয়ত জড় জগতের ভাল-মন্দের মধ্যে বাছ-বিচার করতে হবে. আবার একই সঙ্গে তাঁকে কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করতে হবে। জাগতিকভাবে কোনটি সুস্থ এবং কোনটি অসুস্থ এ সম্বন্ধে সযত্ন হিসাব করা সত্ত্বেও, ভৌতিক শরীর ভেঙ্গে পড়বে এবং মরবে। সমাজের অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে দেখা সত্ত্বেও, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সারা সমাজ-ব্যবস্থা অদৃশ্য হয়ে যাবে। একইভাবে, মহান ধর্মের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়ে তা ইতিহাসে পরিণত হবে। এইভাবে কেবলমাত্র ধর্মপরায়ণতা, সামাজিক এবং আর্থিক দক্ষতা অথবা দৈহিক যোগ্যতা আমাদের জীবনের যথার্থ সিদ্ধি প্রদান করতে পারে না। জড় জগতের আপেক্ষিক সুখের উর্ধ্বে এক চিন্ময় সুখ রয়েছে। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যবহারিক এবং

জাগতিক বাহ্যবিচারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন স্বীকার করেন; তবুও সর্বোপরি আমাদেরকে কৃষ্ণভাবনার দিব্য স্তরে উপনীত হতেই হবে, যেখানে জীবন নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট তাঁর প্রদত্ত বিস্তারিত শিক্ষায় ধীরে ধীরে অসীম বৈচিত্র্য সমন্বিত জড় ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্থিতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪

দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্মমুদ্বহতাং ধুরম্ ॥ ৪ ॥

দর্শিতঃ—প্রকাশিত; **অয়ম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আচারঃ**—জীবনপথ; **ধর্মম্**—নীতি; **উদ্বহতাম্**—বাহকদের জন্য; **ধুরম্**—বোঝা।

অনুবাদ

যারা জাগতিক ধর্মনীতির বোঝা বহন করছে, তাদের জন্য আমি এই জীবন পথ প্রদর্শন করেছি।

তাৎপর্য

যারা কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য সাধারণ ধর্মনীতি, তার অসংখ্য নিয়মাবলী, বিধি ও নিষেধ, এসবই নিঃসন্দেহে এক বিরাট বোঝা স্বরূপ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১/১১) বলা হয়েছে, *ভূরীণি ভূরি-কর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ* এ জগতে অসংখ্য ধর্মশাস্ত্রে অসংখ্য ধর্মকর্মের বিধান প্রদান করা হয়েছে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর প্রতিনিধিদের উক্তিগুলিই কেবল অনুমোদিত শাস্ত্র। *ভগবদ্গীতার* শেষ অধ্যায়ে (১৮/৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ* ঃ জাগতিক পুণ্যের বিরক্তিকর বোঝা পরিত্যাগ করে মানুষের উচিত সরাসরিভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অবলম্বন করা, যেখানে সমস্ত কিছুই সরলিকৃত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, *সুসুখং কর্তুম্ অব্যয়ম্*—ভক্তিযোগের পন্থা, যা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এবং সহজে সম্পাদন করা যায়। তাই লোচন দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন,
নিতাই-গৌরচন্দ্র ।
সব অবতার, সার শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পাঁচশত বৎসর পূর্বে ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বিতরণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে, কৃত্রিম তপস্যার বোঝা বহন করা অপেক্ষা, আমরা সরাসরি ভগবৎ সেবা গ্রহণ করে, হৃদয় মার্জন করে, তৎক্ষণাৎ দিব্য আনন্দ অনুভব করতে পারি। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অবৈধ যৌনসঙ্গ বর্জন, আমিষ আহার বর্জন, নেশা এবং জুয়া খেলা বর্জন—এই চারটি প্রাথমিক নিয়ম পালন করেন। তাঁরা খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন এবং ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়ে সুখে দিনযাপন করেন। যাঁরা বেদের কর্মকাণ্ডের অনুগামী, তাঁদের উপর অসংখ্য নিয়ম, ধর্মীয় বাহ্যিক আচার এবং অনুষ্ঠানের বোঝা চাপানো হয়েছে। সেগুলি আবার উপাসককে স্বয়ং অথবা উপাসকের হয়ে যোগ্য ব্রাহ্মণকে তা সম্পাদন করতে হবে। তাতে ত্রুটি হওয়ার বিপদ প্রতি মুহূর্তেই থাকে, আর তার ফলে তাঁর সমস্ত সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তেমনই, যাঁরা দার্শনিক পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদেরকে অনেক কষ্ট করে দার্শনিক ধারাগুলিকে সংজ্ঞা, শুদ্ধিকরণ এবং তার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, আর এই পন্থা অবশেষে সাধারণত বিভ্রান্তি এবং হতাশায় পরিসমাপ্ত হয়। যাঁরা যোগাভ্যাস করেন, তাঁরা প্রচণ্ড শীতে এবং গরমে অথবা অনাহারে থেকে কঠোর তপস্যা করে থাকেন। এই সমস্ত জড়বাদী মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত বাসনা পূরণ করতে চান, পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তরা ভগবানকে প্রীত করতে চান, কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভর করে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, জড় জগতে জীবন পথে অসংখ্য প্রকারের পার্থক্য নিরূপণ, এবং মূল্য বিচার করতে হয়। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু সবকিছুর মধ্যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের মধ্যে সব কিছুকে দর্শন করে, বিনীত, সরল এবং ভগবানের সেবায় আনন্দময় থাকেন। তিনি বিস্তারিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন না, আবার সমাজবিরোধী বা অসাধুও হন না। ভক্ত কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করেন আর সহজেই জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেন। সাধারণ মানুষকে জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা করতে হয়, ভক্তের জীবিকা ভগবানের কৃপায় আপনা থেকে এসে যায়। ভক্তের সাধারণ ব্যবহার এবং ধর্মকর্ম সবই পরমেশ্বর ভগবানের জন্য উৎসর্গীকৃত; এইভাবে ভক্তের জীবনে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। ভক্তকে ভগবান সর্ব প্রকারে সুরক্ষা এবং পালন-পোষণ করেন, আর ভক্ত সমস্ত কিছুই ভগবানকে অর্পণ করেন। এই স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। এই স্কন্ধের সর্বত্র ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটিই হচ্ছে অন্তিম পরম মঙ্গল।

শ্লোক ৫

ভূম্যম্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ ॥ ৫ ॥

ভূমি—ভূমি; **অম্বু**—জল; **অগ্নি**—অগ্নি; **অনিল**—বায়ু; **আকাশাঃ**—আকাশ; **ভূতানাম্**—সমস্ত বদ্ধ জীবের; **পঞ্চ**—পাঁচ; **ধাতবঃ**—প্রাথমিক উপাদান; **আব্রহ্ম**—শ্রীব্রহ্মা থেকে; **স্থাবর-আদীনাম্**—অচল জীব পর্যন্ত; **শারীরাঃ**—জড় দেহ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত; **আত্ম**—পরমাত্মার প্রতি; **সংযুতাঃ**—সমভাবে সম্পর্কিত।

অনুবাদ

প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্থাবর জীব পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবের দেহ হচ্ছে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, এই পাঁচটি প্রাথমিক উপাদান সমন্বিত। এই সমস্ত উপাদানই এসেছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় দেহ বিভিন্ন পরিমাণে একই পাঁচটি স্থূল উপাদানে গঠিত, এগুলি পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়ে জীব পর্যায়ের সমস্ত আত্মাকে আবৃত করে। ভাল এবং মন্দের ধারণা নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের অভিরুচির উপর, জড় বস্তুর স্বকীয় গুণাবলীর পার্থক্যের উপর নয়। কৃষ্ণভক্ত জড় প্রপঞ্চকে সর্বোপরি এক রূপে দর্শন করেন। ভক্তের ভাল ব্যবহার, বাছবিচার সম্পন্ন বুদ্ধিমত্তা এবং জড় জগতের শিল্প-নৈপুণ্য, সব কিছুই হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা ভিত্তিক। জড় উপাদানগুলি, যেহেতু পরমেশ্বর থেকে আসছে, সর্বোপরি সে সবই অভিন্ন। অবশ্য জাগতিক পুণ্যের প্রবক্তাগণ ভয় পান যে, ভাল-মন্দের জাগতিক দ্বন্দ্বকে যদি হ্রাস করা হয়, তবে মানুষ আদর্শহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা অবশ্যই নির্বিশেষবাদ এবং নাস্তিক্যবাদের দর্শন প্রচার করছেন, তাতে জড় বৈচিত্র্য কমিয়ে, কেবলমাত্র গাণিতিক বর্ণনার মাধ্যমে বলা হয় আণবিক আর পারমাণবিক সূক্ষ্ম কণা, আর তা সমাজকে আদর্শহীন করে তোলে। জড় বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্ঞান উভয়েই জড় বৈচিত্র্যের মায়াকে উন্মোচিত করে, জড় শক্তির সর্বোপরি একত্ব প্রকাশ করা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তরা ভগবৎ-ইচ্ছার পরম পুণ্যের নিকট আত্ম সমর্পণ করেন। এইভাবে তাঁরা ভগবৎ-ইচ্ছায় ভগবৎ সেবার জড় বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে সর্বদা সর্বজীবের কল্যাণ সাধন করে থাকেন। কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবৎ-চেতনা ব্যতীত মানুষ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সর্বশ্রেষ্ঠতা অনুভব করতে পারে না; তার পরিবর্তে তারা তখন জড় স্তরে একে অপরের উপর নির্ভরশীল আত্মস্বার্থ ভিত্তিক কৃত্রিম সভ্যতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এইরূপ অজ্ঞ ব্যবস্থাপনা সহজেই ভেঙ্গে

পড়ে, তার প্রমাণ হচ্ছে আধুনিক যুগের ব্যাপক সামাজিক বিরোধ আর বিশৃঙ্খলা। সভ্য সমাজের সমস্ত সদস্যকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম কর্তৃত্ব অবশ্যই মেনে নিতে হবে, তা হলে সমাজের শান্তি এবং সামঞ্জস্য জাগতিক পাপ-পুণ্যের ক্ষীণ আপেক্ষিক ভিত্তির উপর আর নির্ভর করবে না।

শ্লোক ৬

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি ।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬ ॥

বেদেন—বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা; **নাম**—নাম; **রূপাণি**—এবং রূপসমূহ; **বিষমাণি**—বিভিন্ন; **সমেষু**—যেগুলি সমান; **অপি**—বস্তুত; **ধাতুষু**—(জড় দেহ গঠনের) পাঁচটি উপাদানে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **কল্প্যন্তে**—কল্পিত; **এতেষাম্**—তাদের, জীবগণ; **স্ব-অর্থ**—স্বার্থের; **সিদ্ধয়ে**—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জড় দেহ একই পঞ্চ উপাদানে গঠিত আর এইভাবে সবই এক হওয়া সত্ত্বেও দেহের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র তাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপের কল্পনা করেছেন, যার মাধ্যমে জীব তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হবে।

তাৎপর্য

নামরূপাণি বিষমাণি বলতে বোঝায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম, যাতে মনুষ্য সমাজের সদস্যরা চারটি সামাজিক এবং চারটি বৃত্তিগত বিভাগে উপাধি প্রাপ্ত হয়। যাঁরা বৌদ্ধিক বা ধর্মীয় সিদ্ধির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, যাঁরা রাজনৈতিক সিদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত হন, তাঁরা হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, যাঁরা অর্থনৈতিক সিদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত তাঁরা বৈশ্য, আর যাঁরা আহার, নিদ্রা, যৌনজীবন এবং সৎকর্মের প্রতি উৎসর্গীত তাঁদের বলা হয় শূদ্র। এইরূপ প্রবণতাগুলি আসে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে, কেননা শুদ্ধ আত্মা জাগতিকভাবে বুদ্ধিমান, শক্তি লাভের জন্য আশাবাদী, উৎসাহী অথবা দাসোচিত মনোভাবেরও নন। বরং, শুদ্ধ আত্মা সর্বদা পরমেশ্বরের প্রেমময়ী ভক্তিতে মগ্ন থাকেন। বদ্ধজীবের বিভিন্ন প্রবণতাগুলিকে যদি বর্ণাশ্রম অনুসারে নিয়োজিত না করা হয়, তবে অবশ্যই তার অপপ্রয়োগ হবে, আর এইভাবে সেই ব্যক্তি মনুষ্য জীবনের মান থেকে পতিত হবেন। বৈদিক পদ্ধতি ভগবানই সৃষ্টি করেছেন, যাতে বদ্ধজীব নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবে, আর একই সময়ে জীবনের অন্তিম লক্ষ্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের দিকে অগ্রগতি লাভ করবে। একজন চিকিৎসক যেমন পাগল মানুষের সঙ্গে, পাগলের জীবন সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা থাকে সেই অনুসারেই সহানুভূতিপূর্ণভাবে কথা বলেন, তেমনই যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করেছেন, তিনি জড় পরিচয়গ্রস্ত মায়াবদ্ধ জীবদের সেই অনুসারে নিয়োজিত করেন। *সমেত্য* শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত জড় শরীর একই জড় উপাদান দ্বারা গঠিত এবং গুণগতভাবেও সেগুলি এক। তা সত্ত্বেও বৈদিক সমাজব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মানুষকে তাদের অবস্থা অনুসারে কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত করার জন্য। পরম পবিত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং আর যে ব্যক্তি সেই পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন, তিনিও তদ্রূপ পবিত্র হয়ে ওঠেন। এই জগতে তাপের উৎস হচ্ছে সূর্য, যা কিছু সূর্যের কাছাকাছি যাবে তা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, যতক্ষণ না সেটি অগ্নিতে পর্যবসিত হয়। একইভাবে, আমরা পরমেশ্বরের দিব্য প্রকৃতির যতই নিকটবর্তী হব, ততই আমরা আপনা-আপনি পরম ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হব। যদিও এই জ্ঞানই হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ ভিত্তি, তা সত্ত্বেও জাগতিক পুণ্য অনুমোদিত এবং পাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে মানুষ ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের স্তরে আসতে পারে, আর তখন তার নিকট দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

শ্লোক ৭

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম ।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্মণাম্ ॥ ৭ ॥

দেশ—স্থানের; **কাল**—কাল; **আদি**—ইত্যাদি; **ভাবানাম্**—এইরূপ অবস্থার; **বস্তূনাম্**—বস্তুর; **মম**—আমার দ্বারা; **সৎ-তম**—হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব; **গুণ-দোষৌ**—পাপ এবং পুণ্য; **বিধীয়তে**—স্বীকৃত; **নিয়ম-অর্থম্**—নিয়মের জন্য; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের।

অনুবাদ

হে মহাত্মা উদ্ধব, জড় কার্যকলাপ সংযত করার জন্য সমস্ত জড় বস্তু, কাল, দেশ এবং সমস্ত ভৌতিক উপাদানের মধ্যে আমিই ভাল ও মন্দের বিধান স্থাপন করেছি।

তাৎপর্য

নিয়মার্থম্ ("সংযমের জন্য") শব্দটি এই শ্লোকে গুরুত্বপূর্ণ। বদ্ধজীব ভুলক্রমে জড় ইন্দ্রিয়গুলিকেই আমি বলে মনে করে, আর তাই যা কিছু দেহকে তাৎক্ষণিক

সুখ প্রদান করবে, তা ভাল আর যা কিছু তাতে অসুবিধাজনক অথবা বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা খারাপ। তবে, উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মানুষ আত্যন্তিক মঙ্গল এবং বিপদ সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঔষধের স্বাদ তেতো হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থের কথা চিন্তা করে বর্তমানে তত কষ্টদায়ক না হলেও ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর হতে পারে এমন ব্যাধি সারানোর জন্য মানুষ তা গ্রহণ করে। তেমনই, জড় জগতের সমস্ত বস্তু এবং কার্যের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল এই সমস্ত বিচার করে বৈদিক শাস্ত্র মানুষের পাপ প্রবণতার সংযম আনয়ন করেন। প্রত্যেককেই যেহেতু আহার করতে হয়, সেই জন্য বেদ সাত্ত্বিক আহার্য অনুমোদন করেন, মাংস, মাছ, ডিম আদি পাপযুক্ত আহার্য নয়। তেমনই, শান্ত এবং ধর্মপরায়ণ সমাজে বাস করা অনুমোদিত হয়েছে, পাপীষ্ঠ লোকের সঙ্গে নয়, আবার অপরিষ্কার বা হাঙ্গামা প্রবণ পরিবেশও অনুমোদিত নয়। জড় জগতকে ভোগ করার ক্ষেত্রে সংযম এবং বিধিবিধানের মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান বদ্ধজীবকে ক্রমশ সত্ত্বগুণের স্তরে উপনীত করে। সেই স্তরে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সেবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং জীবনের অপ্রাকৃত পর্যায়ে প্রবেশ করে। মনে রাখতে হবে যে, কেবল সক্ষমতাই যথার্থ যোগ্যতা নয়; কৃষ্ণভক্তি ছাড়া জড় পুণ্য-কর্ম কখনই বদ্ধজীবকে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার যোগ্যতা প্রদান করে না। এই জগতে আমরা সকলেই মিথ্যা গর্বের দ্বারা প্রভাবিত, বৈদিক বিধি-বিধান পালন করার মাধ্যমে তা দূর করতে হবে। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন, তাঁর জন্য এই সমস্ত প্রাথমিক বিধান প্রযোজ্য নয়, কেননা তিনি শরণাগতির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে রয়েছেন। পূর্বশ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন, বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন জীবের দেহের বিভিন্ন মূল্য কেন নির্ধারণ করেছেন, আর এখানে ভগবান দেহের সঙ্গে যে সমস্ত জড় উপাদান কার্য করে থাকে সেই অনুসারে বৈদিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৮

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্ ॥ ৮ ॥

অকৃষ্ণসারঃ—কৃষ্ণসার মৃগ ব্যতীত; **দেশানাম**—স্থানের মধ্যে; **অব্রহ্মণ্যঃ**—যেখানে ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি নেই; **অশুচিঃ**—কলুষিত; **ভবেৎ**—হয়; **কৃষ্ণ-সারঃ**—কৃষ্ণসার মৃগ সমন্বিত; **অপি**—এমনকি; **অসৌবীর**—সংস্কৃতি সম্পন্ন সাধু ব্যক্তি ব্যতীত; **কীকট**—(যে স্থানে নিম্নশ্রেণীর মানুষ বাস করে) গয়া রাজ্য; **অসংস্কৃত**—যে দেশের মানুষ শুদ্ধতা অথবা পুরশ্চরণ বিধি মানে না; **ঈরণম্**—যে দেশের জমি বন্ধ্যা।

অনুবাদ

স্থানের মধ্যে, কৃষ্ণসার মৃগ বিহীন, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশূন্য; আবার যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ রয়েছে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নেই, কীকটের মতো রাজ্য এবং যেখানে শুদ্ধতা ও শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি অবহেলিত হয়, মাংসাহারী অধ্যুষিত অথবা যে দেশের জমি বন্ধ্যা, এ সবই কলুষিত স্থান বলে পরিগণিত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণসার বলতে একপ্রকার চিতা হরিণকে বোঝায়, ব্রহ্মচারীরা যখন গুরুকুলে থাকেন, তখন তাঁরা এই মৃগ চর্ম ব্যবহার করেন। ব্রহ্মচারীরা কখনও বনে শিকার করেন না, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর চর্ম গ্রহণ করেন। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যাঁরা শিক্ষা লাভ করেন, তাঁরাও এই কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করেন। সুতরাং, যেহেতু এইরূপ প্রাণীবিহীন স্থানে সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞ সম্পাদন করা যায় না, তাই এই সমস্ত স্থান অশুদ্ধ। এ ছাড়াও, কোন বিশেষ স্থানের অধিবাসীরা সকাম কর্ম এবং যজ্ঞাদিতে দক্ষ হলেও, তারা যদি ভগবদ্ভক্তির প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, সেই স্থানও কলুষিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পূর্বে বিহার এবং বাংলা রাজ্যদ্বয় ছিল ভগবদ্ভক্তিশূন্য, তাই এই দুটি রাজ্যকে অপবিত্র মনে করা হত। তারপর জয়দেব গোস্বামীর মতো মহান বৈষ্ণবগণ এই অঞ্চলে আবির্ভূত হয়ে, তাকে পবিত্র স্থানে রূপান্তরিত করেছেন।

অসৌধীর বলতে বোঝায় যেখানে সৌধীর, বা শ্রদ্ধেয় সাধু ব্যক্তি নেই। সাধারণতঃ, যে ব্যক্তি দেশের আইন মেনে চলেন তাঁকেই শ্রদ্ধেয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়। একইভাবে, যে ব্যক্তি কঠোরভাবে ভগবৎ প্রদত্ত বিধান মেনে চলেন, তাঁকে একজন সভ্য বা ভদ্রলোক, সৌধীর বলে গণ্য করা হয়। যে সমস্ত স্থানে এইরূপ বুদ্ধিমান মানুষেরা বসবাস করেন তাকে বলা হয় *সৌধীরম্*। *কীকট* বলতে আধুনিক বিহার রাজ্যকে বোঝায়, এই অঞ্চলটি চিরাচরিতভাবে অসভ্য মানুষ অধ্যুষিত বলে পরিচিত। এমনকি এইরূপ রাজ্যেও, অবশ্য কোনও স্থানে সাধু ব্যক্তিগণ যদি সমবেত হন, তবে সেই স্থানকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে, যে রাজ্যে সাধারণত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের বাস, সে স্থানও পাপীষ্ঠ লোকের উপস্থিতিতে কলুষিত হয়। *অসংস্কৃত* বলতে বোঝায় বাহ্যিক, আর সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতার শুদ্ধি পদ্ধতি বিহীন। শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দপুরাণ* থেকে এইভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন—ধর্মপরায়ণ মানুষের নদীর, সমুদ্রের, পর্বতের, আশ্রমের, বনের, পারমার্থিক নগরীর অথবা যে স্থানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় এমন স্থানের

আট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাস করা উচিত। বাকী সমস্ত স্থানকেই কীকট, বা কলুষিত বলে জানতে হবে। কিন্তু এই রূপ কলুষিত স্থানে কৃষ্ণসার এবং চিতা হরিণ পাওয়া গেলে যতক্ষণ না পাপীষ্ঠ লোক সেখানে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ সেখানে বাস করা যায়। পাপীষ্ঠ লোক থাকলেও প্রশাসন ক্ষমতা যদি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকে, সেখানে বাস করা যায়, তেমনই, যেখানেই বিষ্ণু বিগ্রহ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত হন সেখানে বসবাস করা যায়।

ভগবান এখানে পাপ এবং পুণ্যের উপর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যার ভিত্তি হল শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা। এখানে এইভাবে শুদ্ধ এবং কলুষিত বাসস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

কর্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা ।
যতো নিবর্ততে কর্ম স দোষোঽকর্মকঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

কর্মণ্যঃ—নিজ ধর্ম পালনে উপযোগী; **গুণবান্**—শুদ্ধ; **কালঃ**—কাল; **দ্রব্যতঃ**—মঙ্গলদ্রব্য লাভ করার দ্বারা; **স্বতঃ**—স্বাভাবিকভাবেই; **এব**—বস্তুত; **বা**—অথবা; **যতঃ**—যার ফলে (কাল); **নিবর্ততে**—বিঘ্নিত; **কর্ম**—কর্তব্য; **সঃ**—এই (সময়); **দোষঃ**—অশুদ্ধ; **অকর্মকঃ**—সুষ্ঠুভাবে কর্ম করার অনুপযোগী; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই হোক অথবা উপযুক্ত সামগ্রী লাভ করার মাধ্যমেই হোক, যে নির্দিষ্ট সময় যথোপযুক্ত, তাকেই শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। যে সময় নিজ কর্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটায় তাকেই মনে করা হয় অশুদ্ধ।

তাৎপর্য

শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করার পর, ভগবান এখন সময়ের বিভিন্ন গুণ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। পারমার্থিক অগ্রগতি লাভ করার জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে অল্প কিছু সময় অর্থাৎ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত সর্বদা মঙ্গলময়। অন্যান্য সময়, স্বভাবতঃ মঙ্গলময় নয়, তবে তা মঙ্গলময় হয়, জীবনপথের সুবিধার্থে জাগতিক সমৃদ্ধি লাভ করার মাধ্যমে।

রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে ধর্মকর্মের বিঘ্ন ঘটলে সেই সময়কে অশুভ বলে মনে করা হয়। তদ্রূপ, সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই অথবা রজঃস্বলা অবস্থায় নারীকে কলুষিত বলে মনে করা হয়। সেই রমণী সেই

অবস্থায় তাঁর স্বাভাবিক ধর্মকর্ম সম্পাদন করতে পারেন না, তাই তা অশুভ এবং অশুদ্ধ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন কেউ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করেন, সেই মুহূর্তই হচ্ছে পরম মঙ্গলময়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে, কেউ যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় অবহেলা করে, সেটি সেই ব্যক্তির অবশ্যই সর্বাপেক্ষা অশুভ সময়। অতএব যেই মুহূর্তে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের অথবা ভগবানের শুদ্ধভক্তের সান্নিধ্য লাভ করি, সেটিই পরম শুভক্ষণ। পক্ষান্তরে যেই মুহূর্তে আমরা এইরূপ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হই সেটিই সর্বাপেক্ষা অশুভ সময়। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি, যার দ্বারা ভক্ত জড়া প্রকৃতির তিন গুণ সৃষ্ট স্থান ও কালের দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হন।

শ্লোক ১০

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াঽথবা ॥ ১০ ॥

দ্রব্যস্য—দ্রব্যের; **শুদ্ধি**—শুদ্ধতা; **অশুদ্ধী**—অথবা অশুদ্ধতা; **চ**—এবং; **দ্রব্যেণ**—অন্য একটি দ্রব্যের দ্বারা; **বচনেন**—বাক্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **সংস্কারেণ**—সংস্কার অনুষ্ঠানের দ্বারা; **অথ**—অন্যথায়; **কালেন**—কালের দ্বারা; **মহত্ত্ব-অল্পতয়া**—মহত্ত্ব অথবা ক্ষুদ্রত্বের দ্বারা; **অথবা**—অন্যথায়।

অনুবাদ

কোন দ্রব্যের শুদ্ধতা অথবা অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয় বাক্যের দ্বারা, অনুষ্ঠানের দ্বারা, কালের প্রভাবের দ্বারা অথবা আপেক্ষিক মহত্ত্ব অনুসারে অপর একটি দ্রব্যের প্রয়োগের মাধ্যমে।

তাৎপর্য

পরিষ্কার জলের মাধ্যমে বস্ত্রের শুদ্ধতা এবং প্রস্রাব আদির দ্বারা তার অশুদ্ধতা সাধন করা যায়। সাধু ব্রাহ্মণের বাক্য শুদ্ধ, কিন্তু জড়বাদী মানুষের উচ্চারিত শব্দ কাম ও হিংসার দ্বারা কলুষিত। সাধু ভক্ত অন্যের যথার্থ শুদ্ধতার কথা ব্যাখ্যা করেন, পক্ষান্তরে অভক্ত মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে নিরীহ মানুষকে কলুষিত, পাপকর্মে লিপ্ত করে। শুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করা, আবার জাগতিক অনুষ্ঠানগুলি তার অনুগামীদেরকে জাগতিক এবং আসুরিক কর্মে প্রোদিত করে। *সংস্কারেণ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, বিশেষ কোন দ্রব্যের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের বিধান অনুসারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,

কোন পুষ্প ভগবানকে নিবেদন করতে হলে তা জল দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে। আবার পুষ্প অথবা খাদ্যবস্তু যদি নিবেদনের পূর্বে কারো দ্বারা আঘ্রাণ অথবা আস্বাদনের দ্বারা কলুষিত হয়, তবে তা শ্রীবিগ্রহগণকে নিবেদন করা যাবে না। *কালেন* শব্দটি সূচিত করে যে, কোন কোন দ্রব্য কালের দ্বারা শুদ্ধ হয়, আবার কোন কোন বস্তু কালের দ্বারা কলুষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বৃষ্টির জল দশ দিন পরে শুদ্ধ হয়, আবার কোন জরুরী অবস্থায় তিন দিনেই শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। অপরপক্ষে, কোনও খাদ্যবস্তু কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়, আর তা অশুদ্ধ হয়। *মহত্ত্ব* শব্দের অর্থ হচ্ছে, বিশাল জলরাশি কলুষিত হয় না, এবং *অল্পতয়া* শব্দের অর্থ অল্প জল সহজেই কলুষিত বা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। একইভাবে জাগতিক মানুষের সাময়িক সংস্পর্শে মহাত্মারা কলুষিত হন না, পক্ষান্তরে স্বল্প ভগবদ্ভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই বিচ্যুত হন এবং অসৎসঙ্গ প্রভাবে সন্দেহবাদী হন। অন্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে, এবং বাক্য, অনুষ্ঠান, কাল এবং মহত্ত্ব অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, অশুদ্ধ বা পচা খাদ্যবস্তু সাধারণ লোকের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ, কিন্তু যাদের দেহ নির্বাহের আর অন্য কোনও উপায় নেই তাদের জন্য তা অনুমোদিত।

শ্লোক ১১

শক্ত্যাশক্ত্যাথ বা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে ।
অঘং কুর্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ ॥ ১১ ॥

শক্ত্যা—আপেক্ষিক শক্তির দ্বারা; **অশক্ত্যা**—অক্ষমতা; **অথবা**—অথবা, **বুদ্ধ্যা**—উপলব্ধি অনুসারে; **সমৃদ্ধ্যা**—ঐশ্বর্য; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **আত্মনে**—নিজের প্রতি; **অঘম্**—পাপাত্মক প্রতিক্রিয়া; **কুর্বন্তি**—ঘটায়; **হি**—অবশ্যই; **যথা**—বাস্তবে; **দেশ**—স্থান; **অবস্থা**—অথবা নিজের অবস্থা; **অনুসারতঃ**—অনুসারে।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তির ক্ষমতা বা দুর্বলতা, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ, স্থান এবং দৈহিক অবস্থা অনুসারে কোন অশুদ্ধ বস্তু তার ওপর পাপের প্রতিক্রিয়া আরোপ করতে পারে, আবার না করতেও পারে।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান বিভিন্ন স্থানের, কালের এবং জড় দ্রব্যের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা বর্ণনা করেছেন। এখানে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, প্রকৃতির বিধান অনুসারে বিশেষ কোন

ব্যক্তিকে তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন অশুদ্ধতা কলুষিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, সূর্যগ্রহণে অথবা সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই ধর্মীয় বিধান অনুসারে আহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি অবশ্য সেক্ষেত্রেও আহার করলে তা পাপ বলে মনে করা হয় না। সাধারণ মানুষ মনে করেন সন্তান জন্মের পরবর্তী দশদিন অত্যন্ত শুভ, পক্ষান্তরে শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন যে, এই সময়টি প্রকৃতপক্ষে অশুদ্ধ। নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার মাধ্যমে শাস্তি থেকে নিস্তার লাভ করা যায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞতসারে পাপ কর্ম করে সে ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা পতিত মনে করা হয়। সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্যের ব্যাপারে, জীর্ণ, নোংরা কাপড় অথবা নোংরা বাসগৃহ একজন ধনীর ক্ষেত্রে অশুদ্ধ কিন্তু দরিদ্রের জন্য তা গ্রহণযোগ্য। *দেশ* শব্দটি ইঙ্গিত করে, নিরাপদ এবং শান্ত স্থানে মানুষের কঠোরভাবে ধর্মাচরণ করা উচিত, পক্ষান্তরে ভয়ঙ্কর বা বিশৃঙ্খল অবস্থায় তার সাময়িক গৌণ বিধানের অবহেলা ক্ষমা করা হয়। দৈহিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির জন্য শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান এবং তার কর্তব্য কর্মগুলি সম্পাদন করা আবশ্যিক, কিন্তু শিশু অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে এসব ক্ষেত্রে ক্ষমা করা হয়, *অবস্থা* শব্দের দ্বারা সেটিই নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন —

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্মাদি-অনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জাগতিক লাভ বা সমৃদ্ধির বাসনা রহিত হয়ে, আমাদের অনুকূলভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা উচিত। তাকেই বলে শুদ্ধ ভগবৎ সেবা।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/১/১১) যা কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার প্রতি সহায়ক, তা আমাদের গ্রহণ করা এবং যা কিছু প্রতিকূল, তা বর্জন করা উচিত। যথার্থ গুরুদেবের নিকট থেকে আমাদের ভগবৎ সেবার পদ্ধতি শেখা এবং এইভাবে সর্বদা শুদ্ধতা বজায় রেখে উদ্বেগ মুক্ত থাকা উচিত। সাধারণ ক্ষেত্রে যখন জড় বস্তুর আপেক্ষিক শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা বিচার করা হয়, তখন ওপরে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই অবশ্য বিচার্য।

শ্লোক ১২

ধান্যদার্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্মণাম্ ।
কালবায্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ ॥ ১২ ॥

ধান্য—শষ্যের; দারু—কাষ্ঠের (সাধারণ বস্তু এবং পবিত্র বাসনপত্র, উভয় রূপেই); অস্থি—অস্থি (যেমন হস্তিদন্ত); তন্তূনাম্—এবং সূতো; রস—তরল বস্তুর (তৈল, ঘৃত ইত্যাদি); তৈজস—আগ্নেয় দ্রব্য (স্বর্ণ ইত্যাদি); চর্মণাম্—এবং চর্মসমূহ; কাল—কালের দ্বারা; বায়ু—বায়ুর দ্বারা; অগ্নি—অগ্নি দ্বারা; মৃৎ—মৃত্তিকা দিয়ে; তোয়ৈঃ—এবং জল দ্বারা; পার্থিবানাম্—মৃত্তিকা জাত দ্রব্য (যেমন রথের চাকা, পাত্র, ইট, ইত্যাদি); যুত—মিশ্রণে; অযুতৈঃ—অথবা ভিন্নভাবে।

অনুবাদ

শঙ্খ, কাষ্ঠনির্মিত বাসনাদি, অস্থি নির্মিত বস্তু, সূতো, তরল পদার্থ, অগ্নিজাত দ্রব্য, চর্ম এবং মৃত্তিকাজাত দ্রব্য, এই সমস্ত বিভিন্ন দ্রব্য, কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা ভিন্নভাবে অথবা সংমিশ্রণের দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সমস্ত শুদ্ধিকরণ পদ্ধতিই যেহেতু কালের মধ্যে সংঘটিত হয়, সেইজন্য এখানে *কাল* বা "সময়" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

অমেধ্যলিপ্তং যদ্ যেন গন্ধলেপং ব্যপোহতি ।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অমেধ্য—অশুদ্ধ কোন কিছুর দ্বারা; লিপ্তম্—স্পৃষ্ট; যৎ—যে বস্তু; যেন—যার দ্বারা; গন্ধ—দুর্গন্ধ; লেপম্—এবং অশুদ্ধ আবরণ; ব্যপোহতি—ত্যাগ করে; ভজতে—কলুষিত বস্তু পুনরায় গ্রহণ করে; প্রকৃতিম্—এর আদি স্বভাব; তস্য—সেই দ্রব্যের; তৎ—সেই প্রয়োগ; শৌচম্—শুদ্ধি; তাবৎ—সেই পর্যন্ত; ইষ্যতে—মনে করা হয়।

অনুবাদ

কোন শুদ্ধিদায়ক উপাদানের প্রয়োগে যখন কোন অশুদ্ধ বস্তুর দুর্গন্ধ দূর হয়, অথবা নোংরা বস্তুর আবরণ দূর করে তার আদি স্বরূপ পুনঃপ্রকাশ করে, তখনই তাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

তাৎপর্য

মার্জন, ক্ষার, অম্ল, জল ইত্যাদি প্রয়োগ করে আসবাবপত্র, বাসনপত্র, কাপড় এবং অন্যান্য বস্তুকে শুদ্ধ করা হয়। এইভাবে আমরা কোন বস্তুর দুর্গন্ধ অথবা অশুদ্ধ আবরণ বিদূরিত করে সেই বস্তুর প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনতে পারি।

শ্লোক ১৪

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্যসংস্কারকর্মভিঃ ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্মাচরেদ্ দ্বিজঃ ॥ ১৪ ॥

স্নান—স্নানের দ্বারা; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **অবস্থা**—বয়স অনুসারে; **বীর্য**—শক্তি; **সংস্কার**—শুদ্ধিপদ্ধতি সম্পাদন; **কর্মভিঃ**—এবং অনুমোদিত কর্তব্য; **মৎ-স্মৃত্যা**—আমার স্মরণের দ্বারা; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—নিজের; **শৌচম্**—পরিচ্ছন্নতা; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **কর্ম**—কার্য; **আচরেৎ**—সম্পাদন করা উচিত; **দ্বিজঃ**—দ্বিজব্যক্তি।

অনুবাদ

স্নান, দান, তপস্যা, বয়স, ব্যক্তিগত ক্ষমতা, শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, অনুমোদিত কর্তব্য এবং সর্বোপরি, আমার স্মরণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য দ্বিজগণের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পূর্বে যথাবিধি শুদ্ধ হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

অবস্থা শব্দটি সূচিত করে যে, অল্প বয়সী বালক বালিকাদেরকে যৌবন সুলভ সরলতার মাধ্যমে শুদ্ধ রাখা হয় এবং তারা আরও বেড়ে উঠলে যথাযথ শিক্ষা এবং নিযুক্তির মাধ্যমে তাদের শুদ্ধ রাখা হয়। নিজ শক্তিবলে আমাদের পাপকর্ম এবং যারা ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রতি আগ্রহী তাদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত। এখানে *কর্ম* শব্দটি পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে গুরু এবং শ্রীবিগ্রহের সেবা, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ আদি অনুমোদিত কর্তব্য কর্মকে নির্দেশ করে। বর্ণাশ্রম পদ্ধতিতে অনুমোদিত কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা আপনা থেকেই আমাদের দৈহিক উপাধিগুলিকে যথোপযুক্ত ধর্মকর্মে উপযোগ করে মিথ্যা অহংকারের আবরণ মুক্ত হয়ে শুদ্ধতা লাভ করি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে, সেকথা এই স্কন্ধেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্বে বর্ণনা করেছেন। এখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *মৎ-স্মৃত্যা* (আমার স্মরণের দ্বারা)। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভাবনা ব্যতীত কোন পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা মায়ার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারি না। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ পর্যায়ক্রমে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে আর তার ফলে অনর্থক মায়া-জগতের ঘূর্ণীপাকে আমাদের কখনও তমোগুণে পতিত হতে হচ্ছে এবং কখনও সত্ত্বগুণে উত্থিত হতে হচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করে আমরা পরম সত্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারি। তখন আমরা মায়ার কবল থেকে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। সেই কথা *গরুড় পুরাণে* বলা হয়েছে—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ ॥

"শুদ্ধ বা অশুদ্ধ এবং বাহ্যিক অবস্থা নির্বিশেষে, কেবলমাত্র পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করার মাধ্যমে আমরা আন্তরিক এবং বাহ্যিকভাবে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারি।" ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই আদেশ করেছেন যে, নিরন্তর "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"—এই মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে আমরা যেন পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করি। এই সর্বোত্তম পন্থা আত্মশুদ্ধিকামী প্রতিটি মানুষের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ১৫

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধির্মদর্পণম্ ।
ধর্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্ভিরধর্মস্তু বিপর্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রস্য—মন্ত্রের (শুদ্ধি); চ—এবং; পরিজ্ঞানম্—নির্ভুল জ্ঞান; কর্ম—কর্মের; শুদ্ধিঃ—শুদ্ধি; মৎ-অর্পণম্—আমাকে অর্পণ করা; ধর্মঃ—ধর্ম পরায়ণতা; সম্পদ্যতে—লাভ হয়; ষড়্ভিঃ—ছয়টির দ্বারা (স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্মের শুদ্ধি); অধর্মঃ—অধর্ম; তু—কিন্তু; বিপর্যয়ঃ—বিপরীত।

অনুবাদ

যথাযথ জ্ঞান সহকারে উচ্চারিত মন্ত্রই শুদ্ধ, এবং আমাতে অর্পিত হলে কর্ম শুদ্ধ হয়। এইভাবে স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্মের শুদ্ধিকরণের দ্বারা মানুষ ধর্মপরায়ণ হন, এবং এই ছয়টি বিষয়ে অবহেলা পরায়ণ ব্যক্তিকে অধার্মিক বলা হয়।

তাৎপর্য

যথার্থ গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমরা মন্ত্র প্রাপ্ত হই, তিনি আমাদেরকে মন্ত্রের পদ্ধতি, অর্থ এবং অন্তিম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। যথার্থ গুরুদেব এই যুগে তাঁর শিষ্যকে ভগবানের পবিত্র নাম মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—প্রদান করেন। যে ব্যক্তি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস রূপে জেনে, এই মহামন্ত্র ধীরে ধীরে নিরপরাধে জপ করতে শেখেন, তিনি এইরূপ শুদ্ধ জপের মাধ্যমে খুব সত্বর জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভগবান এখানে সর্বোপরি ধার্মিক ও অধার্মিক জীবনের ভিত্তি, শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৬

ক্বচিদ্‌গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; গুণঃ—পুণ্য; অপি—এমনকি; দোষঃ—পাপ; স্যাৎ—হয়; দোষঃ—পাপ; অপি—ও; বিধিনা—বৈদিক বিধানবলে; গুণঃ—পুণ্য; গুণ-দোষ—পাপ ও পুণ্য; অর্থ—ব্যাপারে; নিয়মঃ—নিষেধসূচক নিয়ম; তৎ—তাদের; ভিদাম্—পার্থক্য; এব—বস্তুত; বাধতে—বিঘ্ন করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও পুণ্য পাপ হয়ে যায় আবার সাধারণভাবে যা পাপ, তা বৈদিক বিধানবলে পুণ্য রূপে পরিগণিত হয়। এইরূপ বিশেষ বিধান কার্যকরী হলে তা পাপ এবং পুণ্যের স্পষ্ট পার্থক্য দূরীভূত করে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জাগতিক পাপ এবং পুণ্য সর্বদাই আপেক্ষিক বিচার প্রসূত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রতিবেশীর বাড়িতে যদি আগুন লাগে, আর কেউ যদি সেই বাড়িতে আটকে পড়া পরিবারকে বাঁচানোর জন্য বাড়ির ছাদ ভেঙ্গে দেন, তবে তিনি সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য তখন পুণ্যবান বীর রূপে পরিগণিত হবেন। সাধারণ অবস্থায় অবশ্য কেউ যদি প্রতিবেশীর ছাদে গর্ত করেন অথবা প্রতিবেশীর জানালা ভেঙ্গে ফেলেন, তবে তাঁকে বলা হবে দুষ্কৃতি। তেমনই, যে ব্যক্তি স্ত্রী ও সন্তানাদিকে ত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয় দায়িত্বহীন ও অবিবেচক। তিনি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্য উচ্চ, পারমার্থিক স্তরে থাকলে তিনিই সর্বাপেক্ষা সাধু ব্যক্তি। সুতরাং পাপ এবং পুণ্য নির্ভর করে বিশেষ কোন পরিস্থিতির উপর এবং কখনও কখনও এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন।

শ্রীল মধ্বাচার্যের মত অনুসারে, যে ব্যক্তির বয়স চোদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত, তাকে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম বলে মনে করা হয়, তাই তারা তাদের পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে, পশুরা, তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাদেরকে অপরাধের জন্য দোষারোপ বা তথাকথিত সদ্‌গুণের জন্য প্রশংসা করা যাবে না, কেননা এসবই সর্বোপরি তমোগুণ জাত। যে ব্যক্তি মনে করে যে পাপের জন্য নিজেকে দোষী মনে করা উচিত নয়, তার যা ইচ্ছা তা সে করতে পারে, এইরূপ চিন্তা করে যে পশুর মতো আচরণ করে, সে ব্যক্তি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চয় পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করবে। আর এক ধরনের মূর্খ মানুষ রয়েছে, যারা জাগতিক পাপ-পুণ্যের আপেক্ষিকতা লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত করে যে, ভাল বলে সত্যিকারের কিছু

নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে সব থেকে শুভ, কেননা তাতে পরম সত্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জড়িত, আর পরমেশ্বর ভগবানের মঙ্গলময়তা হচ্ছে নিত্য এবং সবার ঊর্ধ্বে। যাঁরা জাগতিক পাপ-পুণ্যের গবেষণার প্রতি আগ্রহী, তাঁরা এই ব্যাপারে আপেক্ষিকতা আর বৈচিত্র্য হেতু হতাশ হয়ে ওঠেন। সুতরাং মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় বৈধ এবং আদর্শ কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্তরে উপনীত হওয়া।

শ্লোক ১৭

সমানকর্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্ ।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥ ১৭ ॥

সমান—সমান; **কর্ম**—কর্মের; **আচরণম্**—আচরণ; **পতিতানাম্**—পতিতদের জন্য; **ন**—নয়; **পাতকম্**—পতনের কারণ; **ঔৎপত্তিকঃ**—স্ব স্বভাব দ্বারা প্রণোদিত; **গুণঃ**—সদ্‌গুণ হয়ে ওঠে; **সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ; **ন**—করে না; **শয়ানঃ**—যিনি শায়িত; **পততি**—পতিত হন; **অধঃ**—আরও নীচে।

অনুবাদ

উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ, সেই কার্য পতিত ব্যক্তির জন্য তা নয়। বাস্তবে, যে মাটিতে শায়িত, তার আরও নীচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তার ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবজাত জাগতিক সঙ্গকেই সদ্‌গুণ বলে মনে করা হয়।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে জাগতিক পাপ-পুণ্য নির্ধারণে দ্ব্যর্থকতা সম্বন্ধে আরও বর্ণনা প্রদান করেছেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে ঘনিষ্ঠ স্ত্রীসঙ্গ অত্যন্ত নিন্দনীয় হলেও, বৈদিক বিধান অনুসারে সন্তানোৎপাদনের জন্য যে গৃহস্থ যথা সময়ে নিজের স্ত্রীর নিকট গমন করেন, তা পুণ্য কর্ম রূপে গণ্য। তেমনই, কোন ব্রাহ্মণ মদ্যপান করলে যা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম রূপে গণ্য করা হয়, সেই কর্মই কোন নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র পরিমাণ মতো করলে, তাকে আত্ম সংযত বলে মনে করা হয়। জাগতিক স্তরে পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে আপেক্ষিক বিচার সাপেক্ষ। সমাজের কোন ব্যক্তি যদি ভগবানের পবিত্র নাম জপ করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন, তবে তাঁকে কঠোরভাবে চারটি বিধিনিষেধ পালন করতে হয়—মাছ, মাংস বা ডিম ভক্ষণ নিষেধ, অবৈধ যৌনসঙ্গ নিষিদ্ধ, নেশা করা এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ। পারমার্থিক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই সমস্ত বিধিনিষেধ পালনে অবহেলা করলে, তাঁর মুক্ত স্তরের উন্নত পদ থেকে অধঃপতন সুনিশ্চিত।

শ্লোক ১৮

যতো যতো নিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ ।
এষ ধর্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ ॥ ১৮ ॥

যতঃ যতঃ—যা কিছু থেকে; নিবর্তেত—নিবর্তিত হয়; বিমুচ্যেত—সে মুক্ত হয়; ততঃ ততঃ—তা থেকে; এষঃ—এই; ধর্মঃ—ধর্মপথ; নৃণাম্—মানুষের জন্য; ক্ষেমঃ—মঙ্গলময় পথ; শোক—ক্লেশ ভোগ করা; মোহ—মোহ; ভয়—এবং ভয়; অপহঃ—যা হরণ করে।

অনুবাদ

বিশেষ কোন পাপকর্ম অথবা জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইরূপ বৈরাগ্য সম্পন্ন জীবন পথ হচ্ছে মানুষের ধার্মিক এবং মঙ্গলময় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, আর তা সমস্ত প্রকার ক্লেশ, মোহ এবং ভয় দূর করে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা ৬/২২০) বলা হয়েছে—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্যপ্রধান ।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা বৈরাগ্যপ্রধান, এবং তাঁদের সেই বৈরাগ্য দেখে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীত হন।" মিথ্যা অহংকারের জন্য মানুষ নিজেকে নিজের কর্মের মালিক, এবং ভোক্তা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের কার্যকলাপের অধীশ্বর এবং পরম ভোক্তা; কৃষ্ণভাবনায় এই বিষয়টি উপলব্ধি করে মানুষ যথার্থ বৈরাগ্যে উপনীত হতে পারে। প্রতিটি মানুষের উচিত তার কর্তব্যকর্ম পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করা। তা হলে আর জড় বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কর্তব্যকর্ম ভগবানের নিকট অর্পণ করলে তা জড় বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে। পাপকর্ম ভগবানকে অর্পণ করা যায় না, তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই বিধেয়। পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীব যাতে পুণ্যবান হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে, এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।"

পুণ্যকর্মের মাধ্যমে জীবন মঙ্গলময়, শোক-মোহ-ভয়মুক্ত হয় এবং তখন তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ ।
সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

বিষয়েষু—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জড় বস্তুতে; **গুণ-অধ্যাসাৎ**—সেগুলিকে ভাল মনে করার জন্য; **পুংসঃ**—মানুষের; **সঙ্গঃ**—আসক্তি; **ততঃ**—সেই ধারণা থেকে; **ভবেৎ**—ঘটে; **সঙ্গাৎ**—সেই জড় সঙ্গে থেকে; **তত্র**—এইভাবে; **ভবেৎ**—উদ্ভূত হয়; **কামঃ**—কাম; **কামাৎ**—কাম থেকে; **এব**—এবং; **কলিঃ**—কলহ; **নৃণাম্**—মানুষের মধ্যে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীকে কাম্য বলে মনে করে, সে নিশ্চয় তার প্রতি আসক্ত হবে। এইরূপ আসক্তি থেকে কামের উদ্ভব হয়, আর এই কাম মানুষের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি মনুষ্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, কেননা এটিই হচ্ছে মনুষ্য-সমাজে বিরোধের মূল। বৈদিক শাস্ত্র কখনও কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অনুমোদন করলেও, বেদের অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈরাগ্য, কেননা বৈদিক সংস্কৃতি এমন কিছু অনুমোদন করবে না, যা মনুষ্য জীবনকে বিঘ্নিত করবে। কামুক ব্যক্তি খুব সহজে ক্রুদ্ধ হয়, আর যে তার কাম বাসনার অতৃপ্তি ঘটায়, তার প্রতি সে বৈরীভাব পোষণ করে। তার কাম বাসনা কখনও পূর্ণ হওয়ার নয়, অবশেষে কামুক ব্যক্তি তার যৌন সঙ্গিনীর প্রতি বিরক্ত হয়, আর এই ভাবে তাদের মধ্যে প্রেম-বিদ্বেষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কামুক ব্যক্তি মনে করে যে, সে হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির ভোক্তা, আর তাই সে গর্বিত এবং মিথ্যা মর্যাদা লাভের আশায় মগ্ন থাকে। কামুক, গর্বোদ্ধত ব্যক্তি যথার্থ গুরুদেবের পাদপদ্মে বিনীতভাবে শরণাগত হওয়ার প্রতি আগ্রহী হয় না। অবৈধ যৌন সঙ্গের প্রতি আসক্তি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রত্যক্ষ শত্রু, আর তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বরের প্রতিনিধির প্রতি বিনীত আত্মসমর্পণ। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অবৈধ যৌনসঙ্গের বাসনা হচ্ছে বিশ্বের সর্বগ্রাসী, পাপাত্মক শত্রু।

আধুনিক সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা অনুমোদন করার জন্য, নাগরিকগণ শান্তি পেতে পারে না, বরং বিরোধ প্রশমন করাই হয়ে ওঠে সমাজে বাঁচার ভিত্তিস্বরূপ। এই হচ্ছে অনর্থক জড়দেহকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা অজ্ঞ সমাজের লক্ষণ, *বিষয়েষু তথাধ্যাসাৎ* শব্দগুলির দ্বারা এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার নিজের শরীরের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতিপরায়ণ সে অনিবার্যভাবে যৌন বাসনার শিকার হবে।

শ্লোক ২০

কলের্দুর্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ততে ।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্ ॥ ২০ ॥

কলেঃ—কলহ থেকে; দুর্বিষহঃ—অসহ্য; ক্রোধঃ—ক্রোধ; তমঃ—তমোগুণ; তম্—সেই ক্রোধ; অনুবর্ততে—অনুসরণ করে; তমসা—অজ্ঞতার দ্বারা; গ্রস্যতে—গ্রস্ত হয়; পুংসঃ—মানুষের; চেতনা—চেতনা; ব্যাপিনী—ব্যাপক, দ্রুতম্—সত্বর।

অনুবাদ

কলহ থেকে অসহ্য ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তার পরেই আসে অজ্ঞতার অন্ধকার। মানুষের প্রশস্ত বুদ্ধিকে এই অজ্ঞতা অতি শীঘ্র গ্রাস করে।

তাৎপর্য

সব কিছুই ভগবানের শক্তি, এই সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা থেকে জড় সঙ্গের বাসনার উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় ভোগ্য জড় উপাদানগুলি ভগবান থেকে ভিন্ন, এইরূপ অনর্থক কল্পনার জন্য, মানুষ সেগুলিকে ভোগ করতে চায়, আর তাতে মনুষ্য সমাজে বিরোধ এবং কলহের বৃদ্ধি ঘটে। এইরূপ বিরোধ অনিবার্য ভাবে মহা ক্রোধের সৃষ্টি করে, যাতে মানুষ মূর্খ এবং ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অতি সত্বর বিস্মৃত হয়।

শ্লোক ২১

তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে ।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ ॥ ২১ ॥

তয়া—সেই বুদ্ধির; বিরহিতঃ—বঞ্চিত; সাধো—হে সাধু উদ্ধব; জন্তুঃ—জীব; শূন্যায়—যথার্থই শূন্য; কল্পতে—হয়; ততঃ—তার ফলে; অস্য—তার; স্ব-অর্থ—জীবনের লক্ষ্য থেকে; বিভ্রংশঃ—পতন; মূর্চ্ছিতস্য—জড় বস্তুর ন্যায় ব্যক্তির; মৃতস্য—আক্ষরিক অর্থে মৃত; চ—এবং।

অনুবাদ

হে মহাত্মা উদ্ধব, প্রকৃত জ্ঞান রহিত ব্যক্তিকে সর্বহারা বলে মনে করা হয়। তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সে ঠিক মৃত ব্যক্তির মতো জড় হয়ে যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যে, যে ব্যক্তি তার আত্মোপলব্ধির ক্রমোন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়, আক্ষরিক অর্থে তাকে অচৈতন্য বা মৃত ব্যক্তির মতোই মনে করা হয়। প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই কেউ যদি নিজেকে তার জড় দেহ বলে মনে করে, তবে সে তার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই বলা হয়েছে—*শূন্যায় কল্পতে* অর্থাৎ শূন্যের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, সে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত প্রকার যথার্থ অগ্রগতি বা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। যে ব্যক্তির চেতনা শূন্যে মগ্ন হয়, বাস্তবে সে নিজেই শূন্য হয়ে যায়। এইভাবে, সনাতন জীব পতিত হয়ে ভব সমুদ্রে নিখোঁজ হয়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ কৃপায় কেবল তারা উদ্ধার লাভ করতে পারে। সেই জন্য ভগবদ্ভক্তগণ পতিত জীবদের, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—জপ করতে উপদেশ প্রদান করেন। এই পন্থার মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত চেতনা এবং জীবন খুব সত্বর পুনর্জাগরিত হয়।

শ্লোক ২২

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্ ।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্ ॥ ২২ ॥

বিষয়—ইন্দ্রিয়তর্পণে, অভিনিবেশেন—অতিরিক্ত মগ্ন হওয়ার দ্বারা; ন—না; আত্মানম্—নিজেকে; বেদ—জানে; ন—অথবা নয়; অপরম্—অন্য; বৃক্ষ—বৃক্ষের; জীবিকয়া—জীবনধারার দ্বারা; জীবন—বেঁচে থাকা; ব্যর্থম্—ব্যর্থ; ভস্ত্রা ইব—ঠিক একটি হাপরের মতো; যঃ—যে; শ্বসন্—শ্বাস নিচ্ছে।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন থাকার জন্য, জীব নিজেকে অথবা অন্য কাউকে চিনতে পারে না। সে বৃক্ষের মতো অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যর্থ জীবন যাপন করে, আর হাপরের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

একটি বৃক্ষের যেমন নিজেকে বাঁচানোর কোন উপায় থাকে না, তেমনই, বদ্ধজীব প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মে প্রতিনিয়ত বহুবিধ দুঃখ পায়, আর চরমে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। যদিও মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, তারা নিজেদের এবং অন্যদের সাহায্য করছে, বাস্তবে তারা নিজেদের এবং তাদের তথাকথিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন, কারোরই যথার্থ পরিচয় জানে না। বাহ্য দেহের ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন হয়ে, তারা পারমার্থিক কল্যাণ বিহীন ব্যর্থ জীবন অতিবাহিত করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরামর্শ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণভাবনায় কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করে, এই ব্যর্থ জীবনধারাকে আদর্শ জীবনে রূপান্তরিত করা যায়।

শ্লোক ২৩

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্ ।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥ ২৩ ॥

ফল-শ্রুতিঃ—শাস্ত্রে ঘোষিত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি; ইয়ম—এই সকল; নৃণাম্—মানুষের জন্য; ন—নয়; শ্রেয়ঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ; রোচনম্—প্ররোচনা; পরম্—নেহাৎই; শ্রেয়ঃ—পরম কল্যাণ; বিবক্ষয়া—বলার উদ্দেশ্যে; প্রোক্তম্—উক্ত; যথা—ঠিক যেমন; ভৈষজ্য—ঔষধ গ্রহণের জন্য; রোচনম্—প্রলোভিত করা।

অনুবাদ

শাস্ত্রে সকাম কর্মের যে সমস্ত ফলশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তাতে মানুষের পরম কল্যাণের কথা বলা হয়নি, বরং সেগুলি হচ্ছে শিশুকে ভাল ওষুধ খাওয়াতে মিশ্রি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মতোই কল্যাণজনক ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রলোভন প্রদর্শন মাত্র।

তাৎপর্য

পূর্ব শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যারা ইন্দ্রিয়তর্পণে মগ্ন, তারা অবশ্যই মনুষ্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত। কিন্তু বেদেই যখন যজ্ঞ এবং তপস্যার ফল স্বর্গীয় ইন্দ্রিয় তর্পণ বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন, তাহলে স্বর্গে উন্নীত হওয়াকে কীভাবে জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি বলে মনে করা যেতে পারে? ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, ধর্মশাস্ত্রে সকাম কর্মের যে সমস্ত ফলশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, সেগুলি প্রলোভন মাত্র, ঠিক যেমন একটি শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে মিশ্রির প্রলোভন দেখানো হয়, তেমনই বাস্তবে, ওষুধটি তার কল্যাণ করবে, মিশ্রি নয়। তেমনই, সকাম যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা—সেটি কল্যাণজনক, সকাম কর্মের ফলগুলি নয়। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে, সকাম কর্মের ফলকে যারা ধর্মশাস্ত্রের অন্তিম লক্ষ্য বলে প্রচার করে, তারা নিশ্চয় অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ এবং পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। ভগবান চান, সমস্ত

বদ্ধজীব যেন শুদ্ধ হয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে জ্ঞানময়, আনন্দময় এবং নিত্য জীবন লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ভগবানের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে, সে নিশ্চয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত।

শ্লোক ২৪

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ ।
আসক্তমনসো মর্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু ॥ ২৪ ॥

উৎপত্ত্যা এব—কেবল জন্মের দ্বারা; **হি**—বস্তুত; **কামেষু**—স্বার্থপরায়ণ বাসনার বস্তুতে; **প্রাণেষু**—প্রাণকার্যে (যেমন আয়ুষ্কাল, ইন্দ্রিয় কর্ম, দৈহিক বল, এবং যৌনক্ষমতা); **স্বজনেষু**—তার স্বজনের প্রতি; **চ**—এবং; **আসক্ত-মনসঃ**—মনে মনে আসক্ত; **মর্ত্যাঃ**—মরণশীল মানুষ, **আত্মনঃ**—তাদের নিজেদের; **অনর্থ**—উদ্দেশ্য প্রতিহত করার; **হেতুষু**—যেগুলি কারণ।

অনুবাদ

কেবল জাগতিক জন্ম লাভ করে মানুষ মনে মনে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, দীর্ঘায়ু, ইন্দ্রিয় কর্ম, দৈহিক বল, যৌন ক্ষমতা এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্ত হয়। যা কিছু জীবনের প্রকৃত স্বার্থকে প্রতিহত করে, সেই সবের প্রতি তখন তাদের মন মগ্ন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

আমাদের নিজেদের এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের জড় দেহের প্রতি আসক্তি অনিবার্যভাবে অসহ্য উদ্বেগ এবং ক্লেশ প্রদান করে। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন মন আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে না বললেই চলে, এইভাবে তথাকথিত স্নেহাস্পদের দ্বারা তার নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনের আশা প্রতিহত হয়। ঠিক যেমন স্বপ্নে দান-পুণ্যকর্ম করলে সেই সমস্ত লোকের কোনও যথার্থ লাভ হয় না, তেমনই অজ্ঞতাভরে কর্ম করলে তা নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য কোনভাবেই কল্যাণজনক হয় না। বদ্ধজীব ভগবান থেকে ভিন্ন একটি জগতের স্বপ্ন দর্শন করছে, কিন্তু এই স্বপ্ন জগতে তার যা কিছু অগ্রগতি লাভ হয়, তা সবই মতিভ্রম মাত্র। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *সর্বলোক মহেশ্বরম্* অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন সমস্ত লোক এবং সমস্ত বিশ্বের পরম ভোক্তা এবং প্রভু। কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে ভগবানের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করে আমরা জীবনের প্রকৃত অগ্রগতি লাভ করতে পারি।

শ্লোক ২৫

নতানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি ।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ ॥ ২৫ ॥

নতান্—বিনীত; অবিদুষঃ—অজ্ঞ; স্ব-অর্থম্—তাদের স্বার্থের; ভ্রাম্যতঃ—ভ্রমণকারী; বৃজিন—বিপদের; অধ্বনি—পথে; কথম্—কী উদ্দেশ্যে, যুঞ্জ্যাৎ—নিয়োজিত করবে; পুনঃ—পুনরায়; তেষু—তাদের মধ্যে (ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মনোভাব); তান্—তাদেরকে; তমঃ—অন্ধকার, বিশতঃ—যারা প্রবেশ করছে; বুধঃ—বুদ্ধিমান (বৈদিক কর্তা)।

অনুবাদ

যারা প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা জড় জীবন পথে ভ্রমণ করে, ক্রমশ অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। মূর্খ হলেও, তারা যদি বেদের বিধানগুলি বিনীতভাবে লক্ষ্য করে, তবে বেদশাস্ত্র কেন তাদেরকে পুনরায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসাহিত করবেন?

তাৎপর্য

জাগতিক লোকেরা যৌন সংসর্গ ভিত্তিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং তথাকথিত প্রেম ত্যাগ করে বৈরাগ্য এবং আত্মোপলব্ধির জীবনপথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত নয়। এইরূপ মূর্খ মানুষদেরকে বৈদিক বিধানের আওতায় আনতে বেদে অসংখ্য জাগতিক পুরস্কারের এবং বেদ-বিধানের বিশ্বস্ত অনুগামীদের জন্য স্বর্গ-সুখেরও প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই সমস্ত পুরস্কার হচ্ছে শিশুকে মিশ্রি খাওয়ানোর মতো, যাতে সে বিশ্বাসের সঙ্গে ওষুধটি গ্রহণ করবে। সমস্ত ভোগ্য বস্তু এবং তথাকথিত ভোক্তাই বিনাশশীল, তাই জাগতিক ভোগ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে দুঃখের কারণ। জাগতিক জীবন হচ্ছে কেবল যন্ত্রণাদায়ক, উদ্বেগপূর্ণ, হতাশা এবং অনুশোচনায় ভরা। স্ত্রীলোকের নগ্নদেহ, সুন্দর বাসস্থান, উপাদেয় খাদ্যের থালা, অথবা আমাদের সম্মান বর্ধন ইত্যাদি তথাকথিত ভোগাবস্তু দেখে আমরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি, কিন্তু এইরূপ কাল্পনিক সুখ হচ্ছে বাস্তবে কেবল সন্তুষ্টি লাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা, যা কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জড় জীবন হচ্ছে একাদিক্রমে হতাশায় ভরা, আর যত সে ভোগ করতে চায়, ততই তার হতাশা বর্ধিত হয়। সুতরাং, যে বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্ময় স্তরে পরম সুখ ও শান্তি প্রদান করা, তা কোনভাবেই জাগতিক জীবনপথ অনুমোদন করে না। বেদে ব্যবহৃত জাগতিক পুরস্কারগুলি হচ্ছে বদ্ধ জীবকে ওষুধ খেতে, বিভিন্ন প্রকার মন্ত্রের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাতে প্রলোভন মাত্র। যারা *বেদবাদরতা* তারা দাবি করে যে, ধর্মশাস্ত্রগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞ, বদ্ধ জীবদেরকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুযোগ প্রদান করা। ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য কিন্তু পারমার্থিক

মুক্তি, যাতে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সমাপ্তি ঘটে। পারমার্থিক জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে দৈহিক আসক্তির অন্ধকার থাকতে পারে না। দিব্য আনন্দ সমুদ্রে, ইহজগতের উদ্বেগ ক্লীষ্ট আপাত সুখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। বেদ বা আদর্শজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক রূপে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করার জন্য পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করা।

শ্লোক ২৬

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥ ২৬ ॥

এবং—এইভাবে; ব্যবসিতম্—প্রকৃত সিদ্ধান্ত; কেচিৎ—কোন কোন লোক; অবিজ্ঞায়—না বুঝে; কুবুদ্ধয়ঃ—বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন; ফল-শ্রুতিম্—শাস্ত্রে যে সমস্ত জাগতিক ফল লাভের কথা বলা হয়েছে; কুসুমিতাম্—পুষ্পিত; ন—করে না; বেদ-জ্ঞাঃ—বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা; বদন্তি—বলেন; হি—বস্তুত।

অনুবাদ

বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে না, তারা প্রচার করে যে, জড় ফল লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী পুষ্পিত বাক্যই হচ্ছে বেদের সর্বোচ্চ জ্ঞান। প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও এই ধরনের কথা বলে না।

তাৎপর্য

কর্মমীমাংসা দর্শনের অনুগামীরা ঘোষণা করে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে আর কোন নিত্য ভগবদ্ রাজ্য নেই, তাই স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য মানুষকে বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদনে সুদক্ষ হওয়া উচিত। পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড় জগতে যথার্থ সুখ নেই, ফলে স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের পরিবেশে অনিবার্যভাবে সে সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকবে, আর এইভাবে জড় পরিবেশে সর্বদা উপদ্রুত হবে। চিকিৎসক শিশুকে মিশ্রি দ্বারা আবৃত ওষুধ প্রদান করতে পারেন, কিন্তু কেউ যদি সেই শিশুকে মিশ্রি খেয়ে নিয়ে ওষুধটুকু ফেলে দিতে উৎসাহিত করে, তবে সে নেহাৎই মহামূর্খ। একইভাবে বেদের পুষ্পিত বাক্যে স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা করা হয়েছে, তা বেদের যথার্থ ফল প্রদান করে না, বরং তা কেবল সুসজ্জিত এবং প্রস্ফুটিত ইন্দ্রিয় তর্পণ সরবরাহ করে। বেদে (ঋগ্ বেদ ১/২২/.২০) বলা হয়েছে, *তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ*। এমনকি স্বর্গের স্থায়ী বাসিন্দা, দেবতাগণ, সর্বদা পরমেশ্বরের নিত্যধামের

অন্বেষণ করছেন। যে সমস্ত মূর্খ লোক স্বর্গের জীবন যাত্রার মানের প্রশংসা করে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, স্বয়ং দেবগণ হচ্ছেন পরমেশ্বরের ভক্ত। কেউ যেন তথাকথিত বৈদিক জ্ঞানের ভণ্ড প্রচারক না হন, বরং তাঁর উচিত কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে জীবনপথে প্রগতির বিঘ্নগুলির প্রকৃত সমাধান করা।

শ্লোক ২৭

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥ ২৭ ॥

কামিনঃ—কামুক ব্যক্তিরা; কৃপণাঃ—কৃপণরা; লুব্ধাঃ—লোভী; পুষ্পেষু—ফুল; ফলবুদ্ধয়ঃ—অন্তিম ফল বলে মনে করে; অগ্নি—আগুনের দ্বারা; মুগ্ধাঃ—বিভ্রান্ত; ধূম-তান্তাঃ—ধোঁয়ার জন্য দম বন্ধ হওয়া; স্বম্—তাদের নিজেদের; লোকম্—পরিচিতি; ন-বিদন্তি—জানে না; তে—তারা।

অনুবাদ

যারা কাম বাসনা, ধনলিপ্সা এবং লোভে পূর্ণ, তারা কেবল ফুলকেই জীবনের যথার্থ ফল মনে করে ভুল করে। অগ্নির তেজে বিভ্রান্ত হয়ে এবং তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমে তারা তাদের নিজের প্রকৃত পরিচিতিই বুঝে ওঠে না।

তাৎপর্য

স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত হয়ে, তারা হয়ে ওঠে গর্বোদ্ধত বিচ্ছিন্নতাবাদী; সমস্ত কিছুই তারা নিজের আর তাদের বন্ধুবীদের জন্য চায়, আর তারা হয়ে ওঠে লোভী কৃপণ, উদ্বেগ আর হিংসায় পূর্ণ। এইরূপ দুর্ভাগা ব্যক্তিরা বেদের পুষ্পিত বাক্যকেই জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে মনে করে। *অগ্নিমুগ্ধাঃ* "অগ্নির দ্বারা বিভ্রান্ত" শব্দটি সূচিত করে যে, এইরূপ লোকেরা মনে করে জাগতিক ফলদায়ী বৈদিক অগ্নি যজ্ঞই সর্বোচ্চ ধর্মীয় সত্য, আর এইভাবে তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়। অগ্নি ধূম্র উৎপাদন করে, তাতে দৃষ্টিশক্তি বিকৃত হয়। তদ্রূপ, সকাম অগ্নিযজ্ঞের পন্থা হচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন এবং বিকৃত, তাতে চিন্ময় আত্মার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে না। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সকাম ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, আর ভগবৎধামে আত্মার প্রকৃত আশ্রয় সম্বন্ধেও বুঝে ওঠে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমে উপনীত করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিশ্চিতভাবে পরম সত্য, আর আমাদের জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে ভালবাসা। বৈদিক জ্ঞান ধৈর্যের সঙ্গে বদ্ধজীবকে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত স্তরে উপনীত করতে চেষ্টা করে।

শ্লোক ২৮

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥ ২৮ ॥

ন—করে না; তে—তারা; মাম্—আমাকে; অঙ্গ—প্রিয় উদ্ধব; জানন্তি—জানে; হৃদি-স্থম্—হৃদয়স্থিত, য—যারা; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে; যতঃ—যার থেকে উৎপত্তি হয়েছে; উক্থ-শস্ত্রাঃ—যারা মনে করে বৈদিক বাহ্যিক আচার আচরণ প্রশংসনীয়, অন্যথায়, যাদের জন্য নিজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি যজ্ঞে পশু হত্যার অস্ত্র স্বরূপ; হি—বস্তুত; অসুতৃপঃ—কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণে আগ্রহী; যথা—ঠিক যেমন; নীহার—কুয়াশায়; চক্ষুষঃ—যাদের চক্ষু।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, বৈদিক আনুষ্ঠানিকতা লব্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্রতী মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত, আর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমা থেকে অভিন্ন এবং আমা হতে উৎপন্ন। বাস্তবে, যাদের দৃষ্টি কুয়াশার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, এরা হচ্ছে তাদের মতো।

তাৎপর্য

উক্থ শস্ত্রাঃ শব্দটির দ্বারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণকে বোঝায়, যার দ্বারা ইহজগতে ও পরজগতে সকাম কর্মের ফল লাভ করা যায়। *শস্ত্র* বলতে অস্ত্রকেও বোঝায়, আর এইভাবে, *উক্থ শস্ত্র* বলতে বৈদিক যজ্ঞে উৎসর্গিত পশু হত্যা করার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রকেও বোঝায়। দৈহিক তৃপ্তির জন্য যারা বৈদিক জ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করছে, তারা জাগতিক ধর্মনীতির অস্ত্র দিয়ে নিজেদেরকে বলি দিচ্ছে। তাদেরকে আবার যারা ঘন কুয়াশার মধ্যে দেখতে চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জীবনের মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি, যাতে মানুষ তার দেহস্থিত নিত্য আত্মাকে অস্বীকার করে, সেটিই হচ্ছে অজ্ঞতার ঘন কুয়াশা, যা আমাদের ভগবৎ দর্শনের শক্তিকে আটকে রাখে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই তাঁর উপদেশের শুরুতেই জীবনের দেহাত্মবুদ্ধিরূপ গভীর অজ্ঞতা নিরসন করেছেন। ধর্ম মানে হচ্ছে ভগবানের বিধান। ভগবানের অন্তিম আদেশ, অথবা বিধান হচ্ছে, প্রতিটি বদ্ধজীব তাঁর শরণাগত হবে, তাঁর সেবা করতে ও তাঁকে ভালবাসতে শিখবে, আর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করবে। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা।

শ্লোক ২৯-৩০

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্ যজ্ঞ এব ন চোদনা ॥ ২৯ ॥
হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া ।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্ খলাঃ ॥ ৩০ ॥

তে—তারা; মে—আমার; মতম্—সিদ্ধান্ত; অবিজ্ঞায়—না বুঝে; পরোক্ষম্—গোপনীয়; বিষয়-আত্মকাঃ—ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন; হিংসায়াম্—হিংস্রতার প্রতি; যদি—যদি; রাগঃ—আসক্তি; স্যাৎ—হতে পারে; যজ্ঞ—যজ্ঞের বিধানে; এব—নিশ্চিতরূপে; ন—নেই; চোদনা—উৎসাহ প্রদান; হিংসা-বিহারা—যারা হিংস্রতার মাধ্যমে আনন্দ পায়; হি—বস্তুত; আলব্ধৈঃ—যাকে হত্যা করা হয়েছে; পশুভিঃ—পশুদের মাধ্যমে; স্ব-সুখ—তাদের নিজসুখের জন্য; ইচ্ছয়া—ইচ্ছা নিয়ে; যজন্তে—উপাসনা করে; দেবতাঃ—দেবগণ; যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা; পিতৃ—পিতৃ-পুরুষগণ; ভূত-পতীন্—ভূতদের নেতা; খলাঃ—নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা।

অনুবাদ

যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসর্গিকৃত প্রাণ, তারা আমার দ্বারা বর্ণিত বৈদিক জ্ঞানের গোপনীয় সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে না। হিংস্রতার মাধ্যমে আনন্দ পেতে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পশুকে যজ্ঞে বলি দেয়। আর এইভাবে তারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, এবং ভূতপ্রেতের নেতাদের পূজা করে। বৈদিক যজ্ঞ পদ্ধতিতে এইরূপ হিংস্রতার জন্য রজোগুণকে কখনই উৎসাহিত করা হয়নি।

তাৎপর্য

নিষ্ঠুর, নিম্নশ্রেণীর মানুষ, যারা মাংস আর পশুর স্বাদ না পেলে বাঁচতে পারে না, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বৈদিক শাস্ত্রে সাময়িকভাবে যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে। মদের দোকানের লাইসেন্স পেতে যেমন অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়, আর তার ফলে মদের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা সীমিত করা হয়, তেমনই এই সমস্ত ছাড়ের সঙ্গে অনেক বাধ্যবাধকতার অনুষ্ঠান রয়েছে, যাতে এগুলি সীমিত থাকে, আর ধীরে ধীরে পশু হত্যা নিষেধ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কিন্তু বিবেকহীন লোকেরা এই সমস্ত সীমিত অনুমোদনকে বিকৃত করে, আর ঘোষণা করে যে, বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পশু হত্যা করা। জড়বাদী হওয়ার জন্য ওরা পিতৃলোক অথবা দেবলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করে, আর সেই ধরনের উপাসনা করে। কখনও কখনও কিছু লোক ভূত প্রেত সুলভ সূক্ষ্ম

জীবন চর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভূতের পূজা করে। এই সমস্ত পন্থা হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে স্থূল অজ্ঞতা সমন্বিত। অসুরেরা বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করে কিন্তু ভগবান নারায়ণের প্রতি তারা ঈর্ষাপরায়ণ, কেননা তারা মনে করে যে, দেবগণ, পিতৃপুরুষ অথবা মহাদেব সকলেই ভগবানের সমান। বৈদিক অনুষ্ঠানের কর্তা সম্বন্ধে জানলেও, তারা বেদের অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, আর তাই কখনও ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করে না। এইভাবে পশুঘাতী আসুরিক সমাজে মিথ্যা ধর্মনীতি বৃদ্ধি হয়। আমেরিকার মতো দেশের মানুষেরা নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে কেবল এক ঈশ্বরের উপাসক বলে ঘোষণা করলেও, তারা অসংখ্য জনপ্রিয় বীর, যেমন শিল্পী, রাজনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ এবং এই ধরনের নগণ্য ব্যক্তিদের পূজা এবং গুণকীর্তন করেই থাকেন। পশুঘাতীরা, স্থূল জড়বাদী, তাই তারা অনিবার্যভাবে জড় মায়ার অসাধারণ দিকগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর কৃষ্ণভাবনামৃত বা পারমার্থিক জীবনের যথার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৩১

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্ ।
আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্ ॥ ৩১ ॥

স্বপ্ন—স্বপ্ন; **উপমম্**—তুল্য; **অমুম্**—সেই; **লোকম্**—জগৎ (মৃত্যুর পর); **অসন্তম্**—মিথ্যা; **শ্রবণ-প্রিয়ম্**—শ্রবণে আগ্রহী; **আশিষঃ**—এই জীবনের জাগতিক তৃপ্তি; **হৃদি**—তাদের হৃদয়ে; **সংকল্প্য**—কল্পনা করে; **ত্যজন্তি**—ত্যাগ করে; **অর্থান্**—তাদের সম্পদ; **যথা**—যেমন; **বণিক্**—ব্যবসায়ী।

অনুবাদ

মূর্খ ব্যবসায়ী যেমন অনর্থক মনগড়া ব্যবসায়ে তার আসল অর্থ ব্যয় করে, তেমনই মূর্খ লোকেরা জীবনের যথার্থ মূল্যবান সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে স্বর্গে উপনীত হতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করতে খুব সুন্দর হলেও বাস্তবে তা অসত্য, স্বপ্নের মতো। এইরূপ বিভ্রান্ত মানুষ তাদের হৃদয়ে কল্পনা করে যে, তারা সমস্ত প্রকার জড় আশীর্বাদ লাভ করবে।

তাৎপর্য

ইহলোকে এবং পরলোকে যথোপযুক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ কঠোর পরিশ্রম করছে। আমরা নিত্য জীব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভগবৎ সান্নিধ্যে জ্ঞানময় এবং আনন্দময় থাকার কথা। কিন্তু

জ্ঞানময় আনন্দময় এই পদ ত্যাগ করে, মূর্খ ব্যবসায়ী যেমন তার মূলধনকে কাল্পনিক, অফলপ্রদ পথে অপব্যয় করে, তেমনই আমরা দৈহিক সুখের আলেয়ার আলোর পিছনে ছুটে সময়ের অপচয় করি।

শ্লোক ৩২

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষাঃ ।
উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্ ॥ ৩২ ॥

রজঃ—রজোগুণে; সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ; তমঃ—বা অজ্ঞতা; নিষ্ঠাঃ—অধিষ্ঠিত; রজঃ—রজোগুণ; সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ; তমঃ—অথবা তমোগুণ; জুষঃ—প্রকাশক; উপাসতে—উপাসনা করে; ইন্দ্র-মুখ্যান্—ইন্দ্রাদি দেবগণ; দেব-আদীন্—দেবতা এবং অন্যান্য বিগ্রহগণ; ন—কিন্তু নয়; যথা-এব—যথারূপে; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

যারা জাগতিক সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে অধিষ্ঠিত, তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ প্রকাশকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অন্যান্য বিশেষ বিগ্রহের উপাসনা করে থাকে। তবে, সুষ্ঠুরূপে আমার উপাসনা করতে কিন্তু ওরা ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, দেবোপাসনার মাধ্যমে একটি ভুল ধারণা বর্ধিত হয় যে, দেবগণ ভগবান থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। এইরূপ উপাসনা হচ্ছে *অবিধি-পূর্বকম্*, অর্থাৎ ভুলপথে পরম সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা। শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, যারা প্রাথমিকভাবে তমোগুণে রয়েছে, তারা কখনও কখনও রজ এবং সত্ত্বগুণও প্রকাশ করে। যে সমস্ত তমোগুণী লোকের সত্ত্বগুণের দিকে একটু প্রবণতা রয়েছে, তারা নরকে গেলেও অল্প কিছু স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে অনুমোদিত। এইভাবে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি আর্থিক বা রাজনৈতিকভাবে ভীষণ কষ্টে রয়েছেন, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা নারকীয় হলেও কিন্তু তিনি সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গ সুখ উপভোগ করছেন। যারা স্বল্প রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণে রয়েছে, তারা কেবল নরকে যায়, আর যারা একান্তই তমোগুণে রয়েছে, তারা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে পতিত হয়। যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিহীন, তারা এই তিন পর্যায়ের কোন না কোন পর্যায়ে রয়েছে। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে, কিন্তু তারা দেবতাদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট, তারা বিশ্বাস করে যে, বৈদিক অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করার মাধ্যমে তারা দেবতাদের পর্যায়ের জীবনচর্যা লাভ করতে

পরবে। এই গর্বিত প্রবণতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রতিবন্ধক, আর অবশেষে তা পতন ঘটায়।

শ্লোক ৩৩-৩৪

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি ।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥ ৩৩ ॥
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্ ।
মানিনাং চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্তাপি ন রোচতে ॥ ৩৪ ॥

ইষ্ট্বা—যজ্ঞ সম্পাদন করে; ইহ—ইহজগতে; দেবতাঃ—দেবতাদের প্রতি; যজ্ঞৈঃ—আমাদের যজ্ঞের দ্বারা; গত্বা—গমন করে; রংস্যামহে—আমরা উপভোগ করব; দিবি—স্বর্গে; তস্য—সেই ভোগের; অন্তে—শেষে; ইহ—এই পৃথিবীতে; ভূয়াস্ম—আমরা হব; মহাশালাঃ—মহাগৃহস্থ; মহা-কুলাঃ—সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য; এবম্—এইভাবে; পুষ্পিতয়া—পুষ্পিতের দ্বারা; বাচা—বাক্য; ব্যাক্ষিপ্ত-মনসাম্—যাদের মন বিভ্রান্ত; নৃণাম্—মানুষের; মানিনাম্—অত্যন্ত গর্বিত; চ—এবং; অতি-লুব্ধানাম্—অত্যন্ত লোভী; মদ-বার্তা—আমার সম্বন্ধীয় বিষয়; অপি—এমনকি; ন রোচতে—আকর্ষণ নেই।

অনুবাদ

দেবতা উপাসকরা ভাবে, "আমরা এই জীবনে দেবতা পূজা করব, আর আমাদের সম্পাদিত যজ্ঞের ফলে আমরা স্বর্গে গমন করে সেখানে উপভোগ করব। যখন ভোগ শেষ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে ফিরে এসে সম্ভ্রান্ত বংশে মহান গৃহস্থ রূপে জন্ম গ্রহণ করব।" অত্যন্ত গর্বিত এবং লোভী হওয়ার জন্য এই সমস্ত লোকেরা বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে আমার বিষয়ে তারা আকৃষ্ট নয়।

তাৎপর্য

চিন্ময় জগতে প্রেমলীলায় রত পরম কামদেব ভগবানের দিব্য রূপেই কেবল প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়। ভগবল্লীলার নিত্য আনন্দকে অবহেলা করে মূর্খ দেবোপাসকরা ভগবানের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখার ফলে বিপরীত ফলই কেবল তারা প্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, তারা একাদিক্রমে জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

শ্লোক ৩৫

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে ।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বেদাঃ—বেদ সকল; **ব্রহ্ম-আত্ম**—আত্মা হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময়, এই জ্ঞান; **বিষয়াঃ**—বিষয়বস্তু রূপে লাভ করে; **ত্রিকাণ্ডবিষয়া**—তিনটি বিভাগে বিভক্ত (সেগুলি হচ্ছে সকাম কর্ম, দেবোপাসনা এবং পরম সত্যের উপলব্ধি); **ইমে**—এই সকল; **পরোক্ষবাদাঃ**—গোপনীয়ভাবে বলা; **ঋষয়ঃ**—বেদবেত্তাগণ; **পরোক্ষম্**—পরোক্ষ ব্যাখ্যা; **মম**—আমার প্রতি; **চ**—এবং; **প্রিয়ম্**—প্রিয়।

অনুবাদ

তিনভাগে বিভক্ত বেদ প্রকাশ করে যে, জীব হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। বেদ-তত্ত্বদ্রষ্টাগণ এবং মন্ত্র, কিন্তু এই বিষয়ে পরোক্ষভাবে আলোচনা করে, আর এইরূপ গোপনীয় বর্ণনায় আমিও খুশি।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে, বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য জাগতিক ভোগ, এই ধারণাকে খণ্ডন করেছেন, আর এখানে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করেছেন, যা হচ্ছে আত্মোপলব্ধি। বদ্ধ জীবেরা জড়া শক্তির জালে পড়ে সংগ্রাম করলেও তাদের প্রকৃত অবস্থাটি হচ্ছে ভগবদ্ধামে নিত্য জীবন উপভোগ করা। বেদসমূহ বদ্ধজীবকে ক্রমশঃ মায়ার অন্ধকার থেকে উন্নীত করে ভগবানের নিত্য প্রেমময়ী সেবায় অধিষ্ঠিত করে। *বেদান্ত সূত্রে* (৪/৪/২৩) বলা হয়েছে, *অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ*, "বেদের জ্ঞান যথাযথভাবে শ্রবণ করলে তাকে আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হবে না।"

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভগবান স্বয়ং, তাঁর প্রতিনিধিগণ, বেদতত্ত্বদ্রষ্টাগণ এবং মন্ত্রসমূহ কেন গোপনীয় বা পরোক্ষ রূপে বলেন। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য*—পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে এত সহজে প্রকাশ করতে চান না, আর এইভাবেই তিনি বাহ্যিক অথবা শত্রুভাবাপন্ন মানুষের নিকট প্রকাশিত নন। শিশুকে যেমন ওষুধ খাওয়াতে মিছরি খেতে দেওয়া হয়, তেমনই জড় পরিবেশের দ্বারা কলুষিত মানুষকে জড় ফলপ্রদ সকাম বৈদিক অনুষ্ঠানাদির মিছরি প্রদান করে তাদেরকে আত্মশুদ্ধি করতে অনুপ্রাণিত করা হয়। বৈদিক ব্যাখ্যার গোপনীয়তা হেতু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বেদের অন্তিম দিব্য উদ্দেশ্যের প্রশংসা করতে পারে না, কাজেই তারা ইন্দ্রিয় তর্পণের স্তরে পতিত হয়।

প্রত্যক্ষ শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানকে বিশেষভাবে সূচিত করে, যিনি *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, তাঁর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে *রাজগুহ্যম্*, সমস্ত রহস্যের মধ্যে পরম গোপনীয়। যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করে, সে পরম সত্য সম্বন্ধে স্থূল অজ্ঞতায় অবস্থান করে। যে ব্যক্তি মনোধর্ম এবং বৌদ্ধিক জল্পনা-কল্পনা করে

চলেন, তিনি হয়তো একটু ধারণা পেতে পারেন যে, জড় দেহের মধ্যে নিত্য আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই বর্তমান। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণবিশ্বাসে *ভগবদ্গীতার* বাণী শ্রবণ করে স্বয়ং ভগবানের উপর নির্ভর করেন, তিনি বৈদিক জ্ঞানের যথার্থ উদ্দেশ্য পূর্ণ করে এবং সমস্ত পরিস্থিতি যথার্থরূপে উপলব্ধি করে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্লোক ৩৬

শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ৩৬ ॥

শব্দব্রহ্ম—বেদের দিব্য শব্দ; **সুদুর্বোধম্**—উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন; **প্রাণ**—প্রাণবায়ুর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—এবং মন; **ময়ম্**—বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত; **অনন্তপারম্**—অসীম; **গম্ভীরম্**—গভীর; **দুর্বিগাহ্যম্**—অপরিমেয়; **সমুদ্রবৎ**—সমুদ্রের মতো।

অনুবাদ

বেদের দিব্য শব্দ উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ এবং তা প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়। বেদের এই শব্দ অসীম, অত্যন্ত গভীর এবং ঠিক সমুদ্রের মতো অপরিমেয়।

তাৎপর্য

বেদের জ্ঞান অনুসারে, বৈদিক শব্দ চারটি পর্যায়ে বিভক্ত, যা কেবল পরম বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণগণই উপলব্ধি করতে পারেন। তার কারণ হচ্ছে তিনটি বিভাগই জীবের অন্তরে অবস্থিত এবং কেবল চতুর্থ বিভাগটি, বাক্যরূপে বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত। বৈদিক শব্দের চতুর্থ পর্যায়, যাকে বলে *বৈখারী*, সেটিও সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিভাগগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *পরা* নামক বৈদিক শব্দের *প্রাণ* পর্যায়টি *আধার চক্রে* অবস্থিত; *পশ্যন্তি* নামক মানসিক পর্যায়টি নাভিদেশের *মণিপুরক চক্র* অংশে অবস্থিত; *মধ্যমা* নামক বুদ্ধিমত্তার স্তরটি হৃদয়ের *অনাহত চক্রে* অবস্থিত। অবশেষে, বৈদিক শব্দের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রকাশকে বলা হয় *বৈখারী*।

এইরূপ বৈদিক শব্দ হচ্ছে অনন্তপার, কেননা তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ এবং তার বাইরেরও সমস্ত প্রাণশক্তিকে ধারণ করে, আর তা কাল বা স্থানের দ্বারা অবিভাজ্য। বাস্তবে, বৈদিক শব্দ হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম, অপরিমেয় এবং এত গভীর যে, তা স্বয়ং ভগবান এবং ব্যাসদেব-নারদ মুনির মতো ভগবৎ শক্তিপ্রাপ্ত অনুগামীগণই কেবল

এর যথার্থরূপ এবং অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন। সাধারণ মানুষ বৈদিক শব্দের জটিলতা এবং সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ বৈদিক জ্ঞানের আদি উৎস, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপ, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সিদ্ধান্তকে উপলব্ধি করতে পারেন। মূর্খলোকেরা তাদের প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং মনকে ইন্দ্রিয় তর্পণে নিয়োগ করে, আর এইভাবে তারা ভগবানের পবিত্র নামের দিব্য মহিমা বুঝতে পারে না। সর্বোপরি সমস্ত বৈদিক শব্দের সার হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম, যা হচ্ছে স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবান যেহেতু অসীম, তাঁর পবিত্র নামও সমানভাবে অসীম. ভগবানের প্রত্যক্ষ কৃপা ছাড়া কেউই ভগবানের দিব্য মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—জপ করার মাধ্যমে আমরা বৈদিক শব্দের দিব্য রহস্যে প্রবেশ করতে পারি। অন্যথায় বেদের জ্ঞান দুর্বিগাহ্যম, অর্থাৎ দুর্ভেদ্যই থেকে যাবে।

শ্লোক ৩৭

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা ।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ৩৭ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **উপবৃংহিতম্**—প্রতিষ্ঠিত; **ভূম্না**—অসীমের দ্বারা; **ব্রহ্মণা**—অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের দ্বারা; **অনন্তশক্তিনা**—অনন্ত শক্তির; **ভূতেষু**—জীবগণের মধ্যে; **ঘোষ-রূপেণ**—সূক্ষ্ম শব্দ রূপে, ওঁকার; **বিসেষূ**—পদ্মনালের সূক্ষ্ম তন্তু সদৃশ আবরণে; **ঊর্ণা**—একটি তন্তু; **ইব**—মতো; **লক্ষ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

অসীম, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে নিবাস করে, ব্যক্তিগতভাবে আমি সমস্ত জীবের মধ্যে ওঁকার রূপী বৈদিক শব্দধ্বনি প্রতিষ্ঠিত করি। পদ্মনালের তন্তুর সুতোর মতো, সূক্ষ্মরূপে একে অনুভব করা যায়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে ব্যক্তিগতভাবে নিবাস করেন, আর এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বৈদিক জ্ঞানের বীজও সমস্ত জীবের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। এইভাবে, বৈদিক জ্ঞানের জাগরণ পদ্ধতি এবং তার মাধ্যমে তার ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের জাগরণ হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য স্বাভাবিক এবং

প্রয়োজনীয়। সমস্ত জীবের হৃদয়েই সমস্ত সিদ্ধি লক্ষিত হয়; ভগবানের পবিত্র নামের দ্বারা যেই মাত্র হৃদয় পবিত্র হয়, তৎক্ষণাৎ সেই সিদ্ধি, কৃষ্ণভক্তি, জাগরিত হয়।

শ্লোক ৩৮-৪০

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ ।
আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা ॥ ৩৮ ॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ ।
ওঙ্কারাদ্ ব্যঞ্জিতস্পর্শ-স্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্ ॥ ৩৯ ॥
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

যথা—ঠিক যেমন; ঊর্ণ-নাভিঃ—মাকড়সা; হৃদয়াৎ—তার হৃদয় থেকে; ঊর্ণাম্—তার জাল; উদ্বমতে—নির্গত করে; মুখাৎ—মুখ দিয়ে; আকাশাৎ—আকাশ থেকে; ঘোষবান্—শব্দতরঙ্গ প্রকাশ করছে; প্রাণঃ—আদি প্রাণবায়ু রূপে ভগবান; মনসা—আদি মনের মাধ্যমে; স্পর্শ-রূপিণা—বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণের রূপ প্রকাশকারী, স্পর্শবর্ণাদি ক্রমে; ছন্দঃ-ময়ঃ—সমস্ত পবিত্র বৈদিক ছন্দ সমন্বিত; অমৃত-ময়ঃ—দিব্য আনন্দপূর্ণ; সহস্র-পদবীম্—সহস্র দিকে শাখা বিস্তারকারী; প্রভুঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ওঙ্কারাৎ—সূক্ষ্ম ওঙ্কার ধ্বনি থেকে; ব্যঞ্জিত—বিস্তৃত; স্পর্শ—ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে বদ্ধ হয়; স্বর—স্বরবর্ণ; উষ্ম—উষ্মবর্ণ; অন্তস্থ—এবং অর্ধ স্বরবর্ণ; ভূষিতাম্—ভূষিত; বিচিত্র—বিচিত্র; ভাষা—ভাষার দ্বারা; বিততাম্—বিবৃত; ছন্দোভিঃ—ছন্দ ব্যবস্থাপনা সহ; চতুঃ-উত্তরৈঃ—প্রত্যেকটিতে পূর্বেরটির থেকে চারটি বর্ণ বেশি রয়েছে; অনন্ত-পারাম্—অপার; বৃহতীম্—বৈদিক সাহিত্যের মহা বিস্তার; সৃজতি—সৃষ্টি করেন, আক্ষিপতে—এবং সংবরণ করেন; স্বয়ম্—স্বয়ং।

অনুবাদ

ঠিক একটি মাকড়সা যেমন তার হৃদয়োত্থিত লালা দ্বারা মুখের মাধ্যমে জাল বিস্তার করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান দিব্য আনন্দপূর্ণ এবং সমস্ত বৈদিক ছন্দ সমন্বিত আদি প্রাণবায়ুর অনুরণন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে ভগবান তাঁর হৃদয় আকাশ থেকে মনের মাধ্যমে মহান এবং অসীম বৈদিক শব্দ সৃষ্টি করেন, যা হচ্ছে স্পর্শাদি দিব্য শব্দ সমন্বিত। ওঁকার থেকে ব্যঞ্জন, স্বর, উষ্ম এবং অর্ধস্বর বর্ণমালা সমন্বিত বৈদিক শব্দ সহস্র শাখায় বিস্তৃত। তারপর বেদকে অনেক বিচিত্র বাক্য দিয়ে বিস্তারিত করা হয়েছে, তা আবার বিভিন্ন ছন্দে,

প্রত্যেকটি পূর্বেরটির অপেক্ষা চারটি করে আরও বর্ণসমন্বিত। অবশেষে ভগবান তাঁর নিজের মধ্যে বৈদিক শব্দের প্রকাশকে পুনরায় সংবরণ করে নেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই তিনটি শ্লোকের বিস্তারিত বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা বুঝতে হলে সংস্কৃত ভাষায় সুদূর প্রসারি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মূল কথা হচ্ছে যে, বৈদিক শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়, যেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, পরম সত্যের প্রকাশ। বৈদিক শব্দ ভগবান থেকে উদ্‌গত হয়, এবং তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য ও তাঁর গুণকীর্তন করতে তা প্রতিধ্বনিত করা হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* সমস্ত বৈদিক শব্দ তরঙ্গের সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়, যেখানে ভগবান বলছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল ভগবানকে জানতে আর ভালবাসতে আমাদের শিক্ষা প্রদান করা। যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, ভগবানের ভক্ত হন, এবং ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে ভগবানকে প্রণাম ও পূজা করেন, তাঁর পবিত্র নাম জপ করেন, তিনি *বেদ* (জ্ঞান) শব্দে যা কিছু বোঝায় তার যথার্থ উপলব্ধি অবশ্যই লাভ করেছেন।

শ্লোক ৪১

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ ।
ত্রিষ্টুব্জগত্যাতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্ বিরাট্ ॥ ৪১ ॥

গায়ত্রী-উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ চ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্ এবং অনুষ্টুপ্ নামে পরিচিত; বৃহতী-পঙ্‌ক্তিঃ—বৃহতী এবং পঙ্‌ক্তি; এব চ—এবং; ত্রিষ্টুব্ জগতি অতিচ্ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, জগতী এবং অতিচ্ছন্দ; হি—বস্তুত; অত্যষ্টি-অতিজগৎ-বিরাট্—অত্যষ্টি, অতিজগতী ও অতিবিরাট।

অনুবাদ

বৈদিক ছন্দসমূহ হচ্ছে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং অতিবিরাট।

তাৎপর্য

গায়ত্রী ছন্দের রয়েছে চব্বিশটি অক্ষর, উষ্ণিকের আঠাশটি, অনুষ্টুপের বত্রিশটি ইত্যাদি প্রত্যেকটি, প্রতিটি ছন্দের পূর্বেরটির অপেক্ষা চারটি করে অক্ষর বেশি রয়েছে। বৈদিক শব্দকে বলা হয় *বৃহতী*, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত, আর তাই সাধারণ জীবের পক্ষে এই ব্যাপারে সমস্ত বিশেষ বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৪২

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্ বেদ কশ্চন ॥ ৪২ ॥

কিম্—কী; বিধত্তে—বিধেয় (কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে); কিম্—কী; আচষ্টে—সূচিত করে (দেবতাকাণ্ডে উপাস্য রূপে); কিম্—কী; অনূদ্য—বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণিত; বিকল্পয়েৎ—বিকল্পের সম্ভাবনা উৎপন্ন করে (জ্ঞান কাণ্ড); ইতি—এইভাবে; অস্যাঃ—বৈদিক সাহিত্যের; হৃদয়ম্—হৃদয়, অথবা গোপনীয় উদ্দেশ্য; লোকে—ইহলোকে; ন—করে না; অন্যঃ—অন্য; মৎ—আমাপেক্ষা; বেদ—জানে; কশ্চন—যে কেউ।

অনুবাদ

সারা বিশ্বে একমাত্র আমি ছাড়া বৈদিক জ্ঞানের গুপ্ত উদ্দেশ্য বাস্তবে কেউ বোঝে না। কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক বিধানে বেদে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে, বা উপাসনা কাণ্ডে যে পূজা পদ্ধতি পাওয়া গিয়েছে তাতে কী বস্তুকে আসলে সূচিত করছে, অথবা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিভাগে বিভিন্ন অনুমানের মাধ্যমে কোন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মানুষ তা জানে না।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য। ভগবান যেহেতু বৈদিক জ্ঞানের উৎস, পালক এবং অন্তিম লক্ষ্য, তিনিই হচ্ছেন বেদবিৎ, অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানের একমাত্র যথার্থ জ্ঞাতা। তথাকথিত দার্শনিক, তিনি বৈদিক পণ্ডিতই হন অথবা সাধারণ মানুষই হন, তাঁরা তাঁদের পক্ষপাতদুষ্ট মত প্রদান করতে পারেন, কিন্তু ভগবান স্বয়ং, তিনিই জানেন বেদের গোপনীয় উদ্দেশ্য। সমস্ত জীবের জন্য ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র যথার্থ আশ্রয় এবং প্রেমাস্পদ। তিনি *ভগবদ্গীতার* (১০/৪১) দশম অধ্যায়ে বলেছেন—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার তেজাংশসম্ভূত বলে জানবে।" সমস্ত সৌন্দর্য, অনন্য সাধারণ এবং তেজস্বী প্রকাশসমূহ হচ্ছে ভগবানের নিজ ঐশ্বর্যের নগণ্য প্রদর্শন মাত্র। সাধারণ লোক ধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাদ করলেও, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক, কৃষ্ণভক্তি বা শুদ্ধ

ভগবৎ-প্রেম। সমস্ত বৈদিক সূত্রকে কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধস্তরে উপনীত হওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যায় বলে বুঝতে হবে, যে স্তরে মানুষ ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার জন্য পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। ভগবানের শুদ্ধভক্ত এই পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন আর ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোন কিছুই কখনও বলেন না। তাঁরা যেহেতু ভগবানের নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করছেন, তাই তাঁদেরকেও বেদের যথার্থ জ্ঞাতা বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪৩

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্ ।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৪৩ ॥

মাম্—আমাকে; **বিধত্তে**—যজ্ঞে নির্দেশ করে; **অভিধত্তে**—উপাস্য রূপে নির্ধারণ করে; **মাম্**—আমাকে; **বিকল্প্য**—বিকল্প অনুমান রূপে উপস্থাপিত; **অপোহ্যতে**—আমি ভুল বলে প্রতিপন্ন; **তু**—ও; **অহম্**—আমি; **এতাবান্**—এইভাবে; **সর্ববেদ**—সমস্ত বেদের; **অর্থঃ**—অর্থ; **শব্দঃ**—দিব্য শব্দতরঙ্গ; **আস্থায়**—স্থাপন করে; **মাম্**—আমাকে; **ভিদাম্**—জড় দ্বন্দ্ব; **মায়ামাত্রম্**—কেবলই মায়া; **অনূদ্য**—বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করা; **অন্তে**—অবশেষে; **প্রতিষিধ্য**—অস্বীকার করা; **প্রসীদতি**—সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

আমিই বেদ কর্তৃক আদিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং আমিই উপাস্য বিগ্রহ। বিভিন্ন দার্শনিক অনুমান রূপে আমাকেই উপস্থাপন করা হয়, এবং আমিই দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা খণ্ডিত হই। দিব্য শব্দতরঙ্গ, এইভাবে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সারার্থ রূপে আমাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বেদসমূহ, সমস্ত জড় দ্বন্দ্বকে আমার মায়াশক্তি ছাড়া কিছুই নয়, এইরূপে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে, অবশেষে এই সমস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের নিজ নিজ সন্তুষ্টি লাভ করেন।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, বেদের অন্তিম উদ্দেশ্যের তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা, এবং এখন তিনি প্রকাশ করছেন যে, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের অন্তিম ভিত্তি এবং উদ্দেশ্য। বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে স্বর্গে উপনীত হওয়ার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত যজ্ঞই ভগবান

স্বয়ং। তেমনই, বেদের উপাসনা কাণ্ডে বিভিন্ন দেব-দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার্হ বলে বর্ণনা করেছেন, আর এই সমস্ত দেব-দেবীরা ভগবানের শরীরের প্রকাশ হিসাবে তাঁরা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিভাগে বিশ্লেষণাত্মক বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতি উপস্থাপিত এবং খণ্ডিত হয়েছে। এইরূপ জ্ঞান, যা পরমেশ্বরের শক্তির বিশ্লেষণ করে, তা ভগবান থেকে অভিন্ন। সর্বোপরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছু, যেহেতু সবকিছুই ভগবানের বিবিধ শক্তির অংশ। জাগতিক কাম্য পুরস্কার প্রদান করার মাধ্যমে জাগতিক দ্বন্দ্বে মগ্ন মানুষকে বৈদিক সাহিত্যে বৈদিক জীবন ধারার প্রতি প্রলোভিত করলেও, কালক্রমে ভগবৎ-চেতনার স্তরে মানুষকে উপনীত করার মাধ্যমে সমস্ত জড় দ্বন্দ্ব খণ্ডন করেন, সেই স্তরে কোন কিছুই পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন নয়।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বহুবিধ বিধান রয়েছে, আর তাতে বলা হয়েছে, জীবনের বিশেষ কোন এক পর্যায়ে সকাম অনুষ্ঠান ত্যাগ করে জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা উচিত। তেমনই, অন্যান্য বিধানে বলে, আত্মোপলব্ধ ব্যক্তির উচিত মনোধর্মী জ্ঞানের পন্থা ত্যাগ করে, পরম সত্য, পরম পুরুষ ভগবানের আশ্রয় প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করা। কিন্তু এমন কোন বিধান নেই, যেখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ত্যাগ করবে, কেননা সেটিই হচ্ছে প্রতিটি জীবের স্বরূপগত অবস্থান। বেদে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত এবং খণ্ডিত হয়েছে, যেহেতু অগ্রগতিশীল ব্যক্তিকে জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য পূর্বের প্রতিটি স্তরকেই ত্যাগ করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যে ব্যক্তি যৌন সম্ভোগের প্রতি আসক্ত, তাকে শেখানো হয় যে, ধর্ম অনুসারে বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সে যৌন আনন্দ পেতে পারে। যখন কেউ অনাসক্তির স্তরে অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করার স্তরে আসবেন, তখন এই ধরনের বিবাহিত জীবন পথের জ্ঞান তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। জীবনের সেই স্তরে তাঁর পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন বা তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করাও নিষিদ্ধ। অবশ্য, যখন তিনি কৃষ্ণভক্তির উন্নত স্তরে উপনীত হন, যখন সর্বত্র ভগবানের প্রকাশ দর্শন করেন, তখন তিনি পারমার্থিক পতনের ভয়শূন্য হয়ে, স্ত্রীলোক সহ, সমস্ত জীবকেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। এইভাবে বৈদিক শাস্ত্রে পারমার্থিক দৃষ্টি অনুসারে বিভিন্ন উন্নত স্তরের জন্য বিভিন্ন বিধান উপস্থাপন এবং খণ্ডন করা হয়েছে। এই সমস্ত বিধান এবং পদ্ধতির অন্তিম উদ্দেশ্য যেহেতু কৃষ্ণভক্তি, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা লাভ করা, সেগুলি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। সুতরাং বদ্ধজীব যেন মূর্খের মতো অপক্ক, মাধ্যমিক অথবা

সেই ধরনের অগ্রগতির স্তরকেই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য মনে করে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের অগ্রগতি থামিয়ে না দেয়। পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে উৎস, পালক এবং সবকিছুর বিশ্রামস্থল, এবং প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্য দাস, এই সত্য অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। এইভাবে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে জ্ঞানময়, আনন্দময় ও নিত্য জীবন লাভ করার জন্য সর্বদাই আমাদের বেদের পথ অনুসরণ করে চলতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।